সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ, সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম, সাইয়্যিদে ঈদে আকবর
পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
উনার পবিত্রতম সম্মানার্থে প্রকাশিত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَه ۚ

অর্থ : "আর মহান আল্লাহ পাক তিনি তোমাদের তওবা গ্রহণ করেছেন, সুতরাং তোমরা পবিত্র নামায কায়িম কর ও পবিত্র যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের অনুসরণ কর।" **(পবিত্র সূরা মুজাদালাহ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৩)**

احكام الزكوة و مسائلها و فضائلها

على

ضوء القران الكريم و الحديث الشريف

পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীছ শরীফ উনাদের আলোকে

পবিত্র যাকাত উনার আহকাম, মাসায়িল ও ফাযায়িলসমূহ

গবেষণা কেন্দ্র : মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ

প্রকাশনায় :

গবেষণা কেন্দ্র : মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ
৫, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭
ফোন (পিএবিএক্স) : ৯৩৩৮৭৮৭, ৮৩৩৩৯২৭, ৮৩৩৩০৮১
মোবাইল : ০১৭১১-২৩৮৪৪৭, ০১৭১২-৬৪৮৪৫৩, ০১৭১১-২৬৪৬৯৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৩৮৭৮৮
ওয়েব সাইট : http://uswatun-hasanah.net, http://al-ihsan.net

প্রথম প্রকাশ :

পবিত্র যিলক্বদ শরীফ	**১৪৩৫ হিজরী সন**
রাবি'	**১৩৮২ শামসী সন**

প্রাপ্তিস্থান :

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ (বিক্রয় কেন্দ্র)
৫, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৪৮৪৮ মোবাইল : ০১৭১২-১৫৬৪৬২

কম্পিউটার অলঙ্করণ :

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ (কম্পিউটার বিভাগ)
৫, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭০১৯ মোবাইল : ০১৭১২-৮৫৫৩৪৫

মুদ্রণে :

মুহম্মদিয়া বুক বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস
১৩/২ কেএম দাস লেন, গোলাপবাগ, ঢাকা
ফোন : ৭৫৪৭৭৯৬ মোবাইল : ০১৭১১-১৭৮৬৮৪

হাদিয়া : ৬০ টাকা

المؤسس والمشرف لمركز البحث محمدية جامعة شريف والمجلة الشهرية البينات والجريدة اليومية الاحسان- خليفة الله، خليفة رسول الله، سلطان الاولياء، مخزن المعرفة، خزينة الرحمة، معين الملة، لسان الامة، تاج المفسرين، رئيس المحدثين، فخر الفقهاء، حاكم الحديث، حجة الاسلام، سيد المجتهدين، محى السنة، ماحى البدعة، صاحب الالهام، رسول نما، سيد الاولياء، سلطان العارفين، امام الصديقين، صاحب السلطان النصير، مستجاب الدعوات، قطب العالم، قيوم الزمان، الجبارى الاول، القوى الاول، امام الائمة، امام الشريعة والطريقة، حبيب الله، جامع الالقاب، اولاد رسول، سيدنا

الامام حضرت المجدد الاعظم عليه السلام

الحسنى والحسينى والقريشى والحنفى والقادرى
والصيشتى والنقشبندى والمجددى والمحمدى

راجارباغ شريف، داكا

গবেষণা কেন্দ্র : মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, দৈনিক আল ইহসান শরীফ এবং মাসিক আল বাইয়্যিনাত শরীফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক- খলীফাতুল্লাহ, খলীফাতু রসূলিল্লাহ, সুলত্বানুল আওলিয়া, মাখযানুল মা'রিফাহ, খযীনাতুর রহমাহ, মুঈনুল মিল্লাহ, লিসানুল উম্মাহ, তাজুল মুফাসসিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, ফখরুল ফুক্বাহা, হাকীমুল হাদীছ, হুজ্জাতুল ইসলাম, সাইয়্যিদুল মুজতাহিদীন, মুহইস সুন্নাহ, মাহিউল বিদয়াহ, ছাহিবুল ইলহাম, রসূলে নুমা, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, সুলত্বানুল 'আরিফীন, ইমামুছ ছিদ্দীক্বীন, ছাহিবু সুলত্বানিন নাছীর, মুসতাজাবুদ দা'ওয়াত, কুতুবুল 'আলম, আল গওছুল আ'যম, ক্বইয়ূমুয যামান, আল জাব্বারিউল আউয়াল, আল ক্বওিউল আউয়াল, ইমামুল আইম্মাহ, ইমামুশ শরী'য়াহ ওয়াত তরীক্বাহ, হাবীবুল্লাহ, জামি'উল আল্ক্বাব, আওলাদে রসূল, সাইয়্যিদুনা-

ইমাম হযরত মুজাদ্দিদে আ'যম আলাইহিস সালাম

আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী ওয়াল কুরাইশী ওয়াল হানাফী ওয়াল ক্বাদিরী ওয়াল চীশতী ওয়ান নকশবন্দী ওয়াল মুজাদ্দিদী ওয়াল মুহম্মদী

রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা।

উনার মুবারক কৃওল শরীফ

نَحْمَدُه وَ نُصَلِّىْ وَ نُسلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ اٰلِه وَ اَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ.

পবিত্র যাকাত উনার সম্পর্কে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : (ইয়া রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে **(যাকাত ও) ছদকা** গ্রহণ করুন, (আপনার এই) ছদকা (গ্রহণ করাটা) তাদের (জাহেরকে) পাক সাফ করবে- আর (আপনার এই) ছদকা (গ্রহণ করাটা) তাদের (বাতেন বা অন্তরকে) পরিশোধিত করে দেবে, আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে। মহান আল্লাহ পাক তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১০৩)**

এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

অর্থ : "যারা সোনা-রূপা জমা করে, অথচ মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় তা খরচ করে না (অর্থাৎ তার যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের, যে দিন গরম করা হবে সেগুলোকে দোযখের আগুনে, অতপর দাগা দেয়া হবে সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা হবে) এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যা তোমরা (দুনিয়াতে) জমা করেছিলে।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৪, ৩৫)**

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার অসংখ্য পবিত্র আয়াত শরীফ ও অসংখ্য পবিত্র হাদীছ শরীফ উনাদের মাধ্যমে পবিত্র যাকাত আদায়ের সীমাহীন গুরুত্ব-তাৎপর্য, ফাযায়িল-ফযীলত এবং পবিত্র যাকাত অনাদায়ের ভয়ানক আযাব-গযব ও শাস্তির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই পবিত্র ইসলাম উনার মধ্যে যাকাত উনার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র যাকাত যদিও মালি ইবাদত, মূলত তা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যা আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সাথে গভীর থেকে গভীরতম নিসবত, মুহব্বত, মা'রিফাত ও প্রশান্তি হাছিল করার সর্বোত্তম উপায় এবং অবলম্বন। সুবহানাল্লাহ! পক্ষান্তরে পবিত্র যাকাত যথাযথভাবে আদায় না করলে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের মুহব্বত-মা'রিফাত হতে বঞ্চিত হয়ে নানাবিধ কঠিন আযাব-গযবে পাকড়াও হতে হবে। নাউজুবিল্লাহ! মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার রসূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের পাক দরবারে তার কোন ইবাদত-বন্দেগীও কবুল হয় না।

মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনারা যাকে যে সম্পদ দান করেছেন তার যথাযথ হক্ব আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ (মুক্বদ্দিমাতুল কিতাব)	৯
২. যাকাত পর্ব (كتاب الزكوة)	১১
معنى الزكوة لغة পবিত্র যাকাত শব্দ উনার আভিধানিক অর্থ	১১
معنى الزكوة شرعا পারিভাষিক অর্থে পবিত্র যাকাত	১১
পবিত্র যাকাত পবিত্র ইসলাম উনার ৩য় রোকন বা ৩য় মূল ভিত্তি ..	১১
পবিত্র যাকাত অস্বীকার করা কুফরী	১২
পবিত্র যাকাত কবে ফরয হয়েছে	১২
পবিত্র যাকাত উনার নিছাব কাকে বলে	১২
الحوائج الاصلية (আল হাওয়ায়িজুল আছলিয়্যাহ) বা মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বা সম্পদ	১৩
নিছাবের মূল বিষয়বস্তু ও পরিমাণ প্রসঙ্গে	১৩
শতকরা ২.৫% হারে যাকাত আদায়ের দলীল	১৪
পবিত্র যাকাত উনার নিয়ত থাকা আবশ্যক	১৪
বর্তমানে সোনা ও রূপা উভয়ের মধ্যে কোনটি নিছাব হিসেবে উত্তম	১৪
পবিত্র যাকাত উনার প্রকারসহ নিছাবের দলীল	১৪
যে যে সম্পদ বা মালের পবিত্র যাকাত ফরয	১৬
পবিত্র যাকাত যাদের উপর ফরয হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে	১৬
যাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয নয়	১৭
ইয়াতীম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পবিত্র যাকাত প্রদানের বিধান	১৭
মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী	১৭
যে সব মাল অর্থ-সম্পদের উপর পবিত্র যাকাত ওয়াজিব নয়	১৮
পবিত্র যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক .	১৮
বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বে পবিত্র যাকাত প্রদানের হুকুম	১৯
বছরের শুরুতে ও শেষে নিছাব ঠিক থাকলে এবং মাঝখানে কমলেও পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে	১৯
مصرف الزكوة অর্থাৎ পবিত্র যাকাত পাওয়ার যারা হক্বদার	১৯
পবিত্র যাকাত পাওয়ার যারা হক্বদার তাদের ব্যাখ্যা	২০
খাতসমূহ থেকে যাদেরকে যাকাত দেয়া অধিক উত্তম	২১

যাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না ২১
স্ত্রীর সম্পদ বা অলঙ্কারের পবিত্র যাকাত কে দিবে? ২৪
পবিত্র যাকাত উনার হিসাব কখন থেকে করতে হবে? ২৫
পবিত্র যাকাত পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে দেয়াই উত্তম ২৬
পাওনা ও আটকে পড়া সম্পদের পবিত্র যাকাত উনার বিধান ২৬
বিগত বছরের কাযা বা অনাদায়ী পবিত্র যাকাত প্রসঙ্গে ২৭
অবৈধ মালের পবিত্র যাকাত নেই ২৮
ঋণগ্রস্থদের ঋণের বদলা হিসেবে পবিত্র যাকাত উনার অর্থ কেটে নেয়ার বিধান ২৮
৩. পবিত্র আয়াত শরীফ উনার মাধ্যমে পবিত্র যাকাত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা **২৮**
পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে পবিত্র যাকাত অর্থে যে সমস্ত শব্দ মুবারক এসেছে উনাদের ব্যবহার প্রসঙ্গ ২৮
পবিত্র যাকাত শব্দখানা ছলাত উনার সাথে সাথেই উল্লেখ রয়েছে ... ২৯
পবিত্র যাকাত মহিলাদেরকেও যে দিতে হবে সে সম্পর্কিত আয়াত শরীফ ৩০
পবিত্র যাকাত শব্দখানা পবিত্র অর্থে ব্যবহার ৩৩
পবিত্র যাকাত শব্দখানা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ ৩৩
পবিত্র যাকাত উনার সমার্থবোধক শব্দ ৩৩
পবিত্র উশর প্রদান প্রসঙ্গে ৩৪
পবিত্র যাকাত পূর্বেও ফরয ছিল সে সম্পর্কিত পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৪
পবিত্র যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৪
দানশীলের পবিত্র যাকাত শুধু শতকরা আড়াই ভাগই নয় বরং আরো বেশি ৩৫
খাজনা, অন্যান্য কর এবং ইনকাম ট্যাক্স দিলেও পবিত্র যাকাত প্রদান করতে হবে ৩৫
পবিত্র যাকাত, ইনকাম ট্যাক্স, কর, খাজনা ও জিযিয়া করের মধ্যে পার্থক্য ৩৫
গৃহপালিত পশুর পবিত্র যাকাত ৩৬
ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও কৃতদাস তথা কাজে ব্যবহৃত পশুর পবিত্র যাকাত উনার বিধান ৩৭

খনিজ দ্রব্যের পবিত্র যাকাত ৩৭
মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের পবিত্র যাকাত উনার বিধান ৩৭
ফসলের পবিত্র যাকাত বা উশর কাকে বলে ৩৮
ফসলের নিছাব ও উশরের শর্ত এবং পবিত্র উশর সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফ উনার দলীল ৩৮
কৃষিজাতপণ্য বা ফসলাদি ও ফলফলাদির পবিত্র যাকাত সম্পর্কে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার দলীল ৩৮
পবিত্র উশর সম্পর্কে সম্মানিত হানাফী মাযহাব উনার ফতওয়া ৩৯
পবিত্র উশর আদায়ের সময় ৩৯
পবিত্র উশর প্রদানকারী ৩৯
পবিত্র উশর ব্যয়ের খাতসমূহ ৩৯
পবিত্র উশর উনার নিছাব ৩৯
পবিত্র উশর আদায়ের হুকুম ৪০
কর ও খাজনা প্রদানকৃত যমীনের ফসলে পবিত্র উশর দেয়ার হুকুম ৪০
পবিত্র উশর আদায়ের উদাহরণ ৪০
পবিত্র উশর আদায়ের ফযীলত ৪০
ফসলের হক্ব আদায় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যুগের ঘটনা ৪১
পবিত্র উশর আদায় না করার শাস্তি ৪১
৪. পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর সীমাহীন ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা ৪২
ক) কবর, হাশর, মীযান, পুলছীরাত সব জায়াগায় তথা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তির কারণ ৪২
খ) নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তিনি দোয়া করেন পবিত্র যাকাত আদায়কারী ও তার পরিবারের জন্য ৪২
এক নজরে পবিত্র যাকাত আদায় করার উপকারিতা ৪৩
৫. মাল বা সম্পদের পবিত্র যাকাত আদায় না করলে তার কি ভয়াবহ শাস্তি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৪৫
জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগা দেয়া হবে ৪৫
সংরক্ষিত মাল কেশবিহীন সাপে পরিণত হবে ৪৫

পবিত্র যাকাত প্রদান না করলে তা সাপে পরিণত হয়ে ঘাড়ে দংশন করবে ৪৬
পবিত্র নামায ও যাকাত উনাদের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা ৪৬
পবিত্র যাকাত উনার মাল গোপন রাখা মালদারদের জন্য নিষিদ্ধ ৪৭
যে মালের যাকাত দেয়া হয়নি তা অন্য মালের সাথে সংমিশ্রন করলে উভয় মালই ধ্বংস হবে ৪৭
পবিত্র যাকাত না দিয়ে সে সম্পদ ভোগ করা হারাম ঐ উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামী ৪৮
মালের পবিত্র যাকাত না দিয়ে তা দ্বারা নিজের অট্টালিকা করার ভয়াবহ শাস্তি ৪৮
পবিত্র যাকাত বা পবিত্র উশর প্রদান না করলে তা মাথায় টাক পরা ও চোখে কালো দাগ বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে ৪৮
পশুর পবিত্র যাকাত আদায় না করলে সে পশুই তাকে আযাব বা শাস্তি দিবে ৪৯
যাকাত না দেয়ার কারণে যমীনে ও পানিতে সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় ৫০
ইহতিকার বা মওজুদকরণের বিধান ৫০
ইহতিকার বা মাল-সম্পদ মওজুদকারীর শাস্তি ৫০
এক নজরে পবিত্র যাকাত আদায় না করার অপকারিতা, ভয়াবহতা ও প্রতিবন্ধকতা ৫১
৬. পবিত্র যাকাত উছূলকারীদের ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা ৫৩
ক) পবিত্র যাকাত উছূলকারীর ফযীলত ৫৩
খ) পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা উছূলকারীর দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে ৫৩
গ) পবিত্র যাকাত উছূলকারীকে সন্তুষ্ট করা পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর কর্তব্য ৫৪
ঘ) পবিত্র যাকাত তথা পবিত্র উশর আদায়ের আনজাম মূলত: খিলাফতের আনজাম, তবে তা গ্রহণে যূলুম না করা প্রসঙ্গে ৫৫
৭. পবিত্র যাকাত উছূলকারী তথা আদায়ের কর্মচারী পবিত্র যাকাত উনার মাল আত্মসাৎ করলে তার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে ৫৬
ক) উছূল কর্মচারী বা পবিত্র যাকাত আদায়কারী যে পশু খিয়ানত করবে কিয়ামতে ঐ পশু কাঁধে নিয়ে পশুর ন্যায় ডাকতে থাকবে ৫৬

খ) যাকাত আদায়কারী তথা কর্মচারীর যা কিছু গোপন বা খিয়ানত করবে সেটা নিয়েই কিয়ামতের দিন উঠবে ৫৭
এক নজরে পবিত্র যাকাত হিসাবের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত ছক ৫৮
মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা পরিচিতি ৬১

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ (মুক্বদ্দিমাতুল কিতাব)

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

وَاَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ.

অর্থ : "আর তোমরা নামায কায়িম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আনুগত্য কর।" **(পবিত্র সূরা নূর শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫৬)**

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَالْمَلاٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : "বড় সৎ কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে মহান আল্লাহ পাক উনার উপর, পরকালের উপর, হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের উপর, পবিত্র কিতাব উনার উপর এবং সমস্ত হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণ উনাদের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে উনারই মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী গোলাম ও বাঁদীদের জন্য। আর নামায কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, অভাবে দুঃখ-কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী হবেন। উনারাই হলেন সত্যবাদী, আর উনারাই হলেন তাকওয়া বা পরহিযগার।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৭৭)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرت عمر الفاروق عليه السلام قال ما تلف مال فى بر و لا بحر الا بحبس الزكوة.

অর্থ : "হযরত উমর ইবনুল খত্তাব আলাইহিস সালাম তিনি বর্ণনা করেন- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, 'যমীনে এবং পানিতে যেখানেই কোন সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়, তা কেবল মালের যাকাত আদায় না করার কারণে।" **(তবারানী শরীফ)**

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

عن حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له.

অর্থ : ফক্বীহুল উম্মত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আপনারা পবিত্র নামায এবং পবিত্র যাকাত আদায়ের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি পবিত্র যাকাত প্রদান করেনা, তার নামায কবুল হয়না।" **(তাফসীরে কুরতবী, রুহুল মায়ানী, তাফসীরে খযীন ও বাগবী শরীফ)**

পবিত্র ইসলাম উনার ৫টি মূল বুনিয়াদ বা ভিত্তি এর মধ্যে অন্যতম তৃতীয় মূল বুনিয়াদ বা ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র যাকাত। যা ৮ম হিজরীতে ফরয হয়েছে। এ পবিত্র যাকাত উনাকে ব্যতিরেকে পবিত্র ইসলাম উনাকে কল্পনা করা যায় না। কেননা, কোন মুসলমান যদি সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করে তদনুযায়ী আমলও করে কিন্তু এরপর যদি সে পবিত্র যাকাত উনাকে অস্বীকার করে কিংবা সামান্যতম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাহলে তার ঈমান-আক্বীদা, আমল সব কিছু বরবাদ হয়ে কাট্টা কাফির ও মুরতাদে পরিণত হয়ে যাবে। পবিত্র যাকাত যদিও মালি ইবাদত মূলত তা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। পবিত্র যাকাত প্রদানের ব্যাপারে পবিত্র কুআন শরীফ উনার মধ্যে সরাসরি মোট ৩২ খানা পবিত্র আয়াত শরীফ উনার মাধ্যমে এবং অসংখ্য পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মাধ্যমে শক্তভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র যাকাত আদায় সীমাহীন ফাযায়িল-ফযীলত, বুযূর্গী ও মর্যাদা হাছিলের কারণ। সাথে সাথে প্রশান্তি, পবিত্রতা ও বরকত হাছিল করার কথাও উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে, পবিত্র যাকাত আদায় না করলে পবিত্র যাকাত উনার মাল-সম্পদ তার জন্য বিষধর সাপ, আগুন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আকৃতি ধারণ করে তাকে ভয়ানক আযাব দিতে থাকবে। সে কথাও উল্লেখ আছে। এ পবিত্র যাকাত গরীব-মিসকীন ও অভাবীদের হক। তা প্রদানের জন্য ধনীদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ পবিত্র যাকাত আদায়ে আদায়কারীর মাল পবিত্র হয়, মালে বরকত হয়, বৃদ্ধি হয়, ও তার দেহ, রক্ত, গোশত পবিত্র হয়, সন্তানাদি নেককার হয় এবং তার ও তার পরিবারের জন্য মহান আল্লাহ পাক তিনি উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে দোয়া করার জন্য বলেন এ সম্পর্কে আয়াত শরীফও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্ কোন্ মাল-সম্পদের উপর এবং কার উপর পবিত্র যাকাত ফরয। আর কোন্ কোন্ মাল-সম্পদের উপর এবং কার উপর পবিত্র যাকাত ফরয নয়, পবিত্র যাকাতযোগ্য মাল-সম্পদ এবং পবিত্র যাকাত উনার অযোগ্য মাল-সম্পদ, যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পবিত্র যাকাত উনার টাকা দিয়ে নিম্নমানের শাড়ি-লুঙ্গি ক্রয় করে ধনী ব্যক্তিরা পবিত্র যাকাত উনার হক্বদার অর্থাৎ গরীবদেরকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে এবং নিজেদের পবিত্র যাকাত বিনষ্ট করছে। নাউযুবিল্লাহ! 'যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি' নামক সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে পবিত্র যাকাত উনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে মুসলমানরা আজ ঈমান হারা হচ্ছে, যা ইহুদী-নাছারাদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র, ইহা সহ পবিত্র যাকাত উনার হুকুম-আহকাম এক

কথায় বিস্তারিতভাবে পবিত্র যাকাত সম্পর্কিত আলোচনা এ কিতাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে যা অধ্যয়ন করলে পবিত্র যাকাত বিষয়ে ফরয পরিমাণ ইলম অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

পবিত্র যাকাত পর্ব (كتاب الزكوة)

معنى الزكوة لغة পবিত্র যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ :

زكوة (পবিত্র যাকাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি, পবিত্রতা, বরকত ইত্যাদি। যেহেতু পবিত্র যাকাত প্রদানে যাকাতদাতার মাল বাস্তবে কমে না; বরং বৃদ্ধি পায়, পবিত্র হয় এবং কৃপণতার কলুষ হতে নিজেও পবিত্রতা লাভ করে।

আবার পবিত্র যাকাত উনাকে কখনো صدقات (ছদাকাত) এবং কখনো انفاق (ইনফাক) শব্দ দ্বারাও উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে انفاق (ইনফাক) শব্দটি ব্যাপক, صدقة (ছদকাহ) শব্দটি সাধারণ ও زكوة (পবিত্র যাকাত) শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কখনো কখনো এর কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও এ তিনটি শব্দ মুবারক একে অন্যের স্থলে ব্যবহার হয়ে থাকে।

معنى الزكوة شرعا পারিভাষিক অর্থে পবিত্র যাকাত :

পবিত্র শরিয়ত উনার পরিভাষায় الحوائج الاصلية তথা মৌলিক চাহিদা মিটানোর পর অতিরিক্ত যদি কোন মাল বা অর্থ-সম্পদ নিছাব পরিমাণ তথা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা এ সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ কারো অধীনে পূর্ণ এক বছর থাকে তাহলে তা থেকে চল্লিশ ভাগের একভাগ মাল বা অর্থ-সম্পদ পবিত্র যাকাত বা ছদকা খাওয়ার উপযোগী কোন গরীব, ফকীর-মিসকীন মুসলমানকে তথা পবিত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত খাতে মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিনা স্বার্থে ও শর্তে প্রদান করাকে পবিত্র যাকাত বলে। **(কুদুরী, আল হিদায়া)**

পবিত্র যাকাত পবিত্র ইসলাম উনার ৩য় রোকন বা ৩য় মূল ভিত্তি :

পবিত্র যাকাত ইসলাম উনার ৫টি রোকন বা স্তম্ভসমূহের মধ্যে তৃতীয় রোকন বা মূল ভিত্তি। পবিত্র ঈমান ও নামায উনাদের পরেই পবিত্র যাকাত উনার স্থান।

যেমন পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنِ حَضَرَتْ اِبْنِ عُمَرَ عَلَيْهِمَا السَّلامَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইবনে হযরত উমর ফারুক আলাইহিস সালাম উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

পবিত্র ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদ বা ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) 'মহান আল্লাহ পাক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা রব নেই এবং নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি উনার রসূল'- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। (২) পবিত্র নামায কায়িম করা। (৩) পবিত্র যাকাত প্রদান করা। (৪) পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করা। (৫) পবিত্র রমাদ্বান শরীফ উনার মাসে রোযা পালন করা।" **(বুখারী শরীফ)**

পবিত্র যাকাত অস্বীকার করা কুফরী :

পবিত্র যাকাত উনার পরিমাণ ও যাবতীয় বিধি-বিধান পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীছ শরীফ উনাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। পবিত্র যাকাত পবিত্র ইসলাম উনার অন্যতম একটি মূল বুনিয়াদ। পবিত্র যাকাত উনাকে অস্বীকার করা মানেই পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীছ শরীফ উনাদেরই অস্বীকার করার শামীল যা কাট্টা কুফরী। মুসলমান হয়ে থাকলে তার ঈমান বরবাদ হয়ে কাট্টা কাফির ও মুরতাদে পরিণত হয়ে যাবে। এ কারণেই প্রথম খলীফা হযরত ছিদ্দীক্বে আকবর আলাইহিস সালাম তিনি পবিত্র যাকাত উনাকে অস্বীকারকারী আব্‌স ও যুবিয়ান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে জিহাদ করেছিলেন। **(বুখারী শরীফ)** রিদ্দার জিহাদের অন্যতম কারণও হচ্ছে পবিত্র যাকাত অস্বীকার করা।

পবিত্র যাকাত কবে ফরয হয়েছে :

পবিত্র যাকাত ফরয হয় পবিত্র মক্কা শরীফ অবস্থানকালীন কিন্তু তখনও কি কি মালে পবিত্র যাকাত দিতে হবে এবং কি পরিমাণ মালে কত পরিমাণ পবিত্র যাকাত দিতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়নি। অতএব, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত যা থাকত প্রায়ই তা সবই দান করে দিতেন। **(তাফসীরে মাযহারী)** অতঃপর ৮ম হিজরীতে পবিত্র মদীনা শরীফ যাকাত উনার বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়। এ কারণে বলা হয় যে, পবিত্র মদীনা শরীফ উনার মধ্যেই ৮ম হিজরীতে পবিত্র যাকাত ফরয হয়েছে।

পবিত্র যাকাত উনার নিছাব কাকে বলে :

যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বা নগদ অর্থ কোন ব্যক্তির সাংসারিক সকল মৌলিক প্রয়োজন বা চাহিদা মিটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ যা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা ঐ সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ নির্দিষ্ট তারিখে পূর্ণ এক বছর ঐ ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে তা থেকে পবিত্র যাকাত প্রদান করা ফরয হয়, নূন্যতমভাবে ঐ পরিমাণ অর্থ-সম্পদকে পবিত্র **শরীয়ত উনার পরিভাষায় 'নিছাব'** বলে। আর যিনি নিছাব পরিমাণ মাল-সম্পদের মালিক হন উনাকে ছাহিবে নিছাব বলে। মাল-সম্পদের প্রকৃতি বা ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন মালের নিছাব বিভিন্ন রকম। **(ফিকাহর কিতাবসমূহ)**

الحوائج الاصلية (আল হাওয়ায়িজুল আছলিয়্যাহ) বা মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বা সম্পদ :

কোন মু'মিন-মুসলমান উনার কার্পণ্য ও অপচয় ব্যতিরেকে মধ্যমপন্থায় নিজের ও পরিবারের চাহিদা মিটানোর বা পূরণের জন্য যা যা আবশ্যক মূলত সেটিই হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু। যেমন- খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, বসবাসের স্থান অর্থাৎ থাকার ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, চিকিৎসার অর্থকড়ি তথা ঔষধপত্র, গৃহস্থলি সামগ্রী, পেশাসংক্রান্ত উপকরণ, কারখানাার যন্ত্রপাতি ও স্থান, যাতায়াত তথা যোগাযোগের বাহন খরচ এগুলোর উপর যাকাত নেই। **(হিদায়া, কুদূরী)**

নিছাবের মূল বিষয়বস্তু ও পরিমাণ প্রসঙ্গে :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে উল্লেখ আছে-

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

অর্থ : "আর তাদের তথা ধনীদের মালে রয়েছে নির্ধারিত হক অভাবী ও বঞ্চিতের।" **(পবিত্র সূরা মাআরিজ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২৪)**

উক্ত আয়াত শরীফ উনার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, পবিত্র যাকাত উনার সুনির্দিষ্ট হক্ব মহান আল্লাহ পাক উনার কর্তৃক নির্ধারিত। তা পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে, যেমন-

عَنْ حَضَرَتْ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

অর্থ : "হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ আলাইহিস সালাম উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নূরে মুজাস্‌সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যদি তোমার ২০০ দিরহাম তথা সাড়ে ৫২

তোলা (বা প্রায় ৬০০ গ্রাম) রৌপ্যমুদ্রা থাকে এবং তোমার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ হয়, তাহলে তাতে ৫ দিরহাম তথা ২.৫% বা ১৫ গ্রাম রূপা পবিত্র যাকাত ফরয হবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে তোমাকে কোন পবিত্র যাকাত দিতে হবে না, যতক্ষণ না তুমি ২০ দীনার বা মিছকাল তথা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হও। যখন তোমার নিকট ২০ দীনার বা মিছকাল তথা সাড়ে ৭ তোলা বা প্রায় ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ হবে এবং তাতে এক বছর পূর্ণ হবে, তখন তা থেকে অর্ধ দীনার বা অর্ধ মিছকাল তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পবিত্র যাকাত প্রদান করতে হবে। এর বেশি যা হবে, তা থেকে এ হিসেবেই দিতে হবে। **(আবূ দাউদ শরীফ)**

শতকরা ২.৫% হারে পবিত্র যাকাত উনার দলীল :

উপরোল্লিখিত পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মাধ্যমে চল্লিশে এক টাকা, একশততে আড়াই টাকা, দুইশততে পাঁচ টাকা, হাজারে পঁচিশ টাকা পবিত্র যাকাত ধার্য করা হয়েছে। এভাবে যত উর্ধ্বে যাক না কেন সে অনুযায়ী পবিত্র যাকাত দিতে হবে। **(আবূ দাউদ শরীফ)**

পবিত্র যাকাত উনার নিয়ত থাকা আবশ্যক :

পবিত্র যাকাত পরিশোধ বা আদায়ে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। এটা ফরয ইবাদত, এর নিয়ত করা ওয়াজিব। মুখে উচ্চারণ করা বা পবিত্র যাকাত গ্রহণকারীকে শুনিয়ে বলা প্রয়োজন নেই। তবে মনে মনে নিয়ত অবশ্যই করতে হবে যে 'আমি পবিত্র যাকাত আদায় করছি' অন্যথায় পবিত্র যাকাত আদায় হবে না। তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে। তবে নিয়ত ছাড়াই সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলে তার উপর আর কোন পবিত্র যাকাত উনার হুকুম বর্তাবে না। **(কুদূরী, আল হিদায়া)**

বর্তমানে সোনা ও রূপায় কোনটি নিছাব হিসেবে উত্তম :

পবিত্র যাকাত যে সময়ে ফরয হয় সে সময়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান ছিল বিধায় সোনা ও রূপা উভয়টিই নিছাবের মূল সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই এ সূত্রানুসারে উভয়ের যে কোন একটির মূল্য ধরলেই চলবে।

তবে বর্তমানে যেহেতু রূপার মূল্য সোনার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম তাই সতর্কতা ও পরহেযগারী হলো অল্পটি নেয়া। অর্থাৎ সোনা ও রূপা উভয়টার মধ্যে যেটাকে নিছাব হিসেবে গ্রহণ করলে গরীবের উপকার হয় সেটাকেই নিছাব হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম ও তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এতে একদিকে যেমন পবিত্র যাকাত দাতার (ইবাদাতকারীর) সংখ্যা বাড়বে অন্যদিকে গরীবের বেশি উপকার হবে; যা পবিত্র যাকাত, ছদাকাত ও ইনফাকের মৌলিক চাহিদা। এটাই ইমাম ও মুজতাহিদীনগণ উনাদের গ্রহণযোগ্য মত। **(কুদূরী, হিদায়া)**

উল্লেখ্য : ১ ভরি = ১ তোলা বা ১১.৩৩ গ্রাম
সুতরাং ৭.৫ ভরি = ৮৫ গ্রাম (প্রায়),
৫২.৫ ভরি = ৫৯৫ গ্রাম (প্রায়)।

পবিত্র যাকাত উনার প্রকারসহ নিছাবের দলীল :

১. **স্বর্ণের পবিত্র যাকাত :** এ প্রসঙ্গে ফিকাহর কিতাবে উল্লেখ করা হয়

ليس فى ما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فاذا كانت عشرين مثقالا و حال عليها الحول ففيها نصف مثقال.

অর্থ : "বিশ মিছকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা কম পরিমাণ স্বর্ণের পবিত্র যাকাত ওয়াজিব হয় না। অতএব, কারো কাছে যদি বিশ মিছকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ এক বছর অধিনে থাকে তাহলে অর্ধ মিছকাল অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ পবিত্র যাকাত দিতে হবে।" **(কুদূরী, আল হিদায়া)**

২. **রৌপ্যের পবিত্র যাকাত :** এ প্রসঙ্গে ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ করা হয়-

ليس فى ما دون مائتى درهم صدقة فاذا كانت مائتى درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.

অর্থ : "রৌপ্য (এর মূল্য) দুইশত দিরহামের কম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে তার পবিত্র যাকাত দিতে হবে না। দুইশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য এক বছর মালিকের অধিনে থাকলে তখন এতে পাঁচ দিরহাম তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে তথা শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে পবিত্র যাকাত দিতে হবে।" **(কুদূরী, আল হিদায়া)**

৩. **ব্যবসার পণ্য বা আসবাবপত্রের পবিত্র যাকাত (**সোনা-রূপার নিছাবে রূপার মূল্য ধরে) :

الزكوة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق اى من ورق الفضة او الذهب يقومها بما هو انفع للفقراء و المساكين منهما.

অর্থ : "ব্যবসায়ের মাল যে প্রকারেরই হোক না কেন, তার দাম সোন-রূপার নিছাব পরিমাণ হলেই পবিত্র যাকাত ওয়াজিব হয় সোনা অথবা রূপার মধ্য থেকে যার দাম ধরলে গরীব-মিসকীনের বেশি উপকার হয় তার দাম বা মূল্যই ধরে

পবিত্র যাকাত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সোনার চেয়ে রূপার মূল্যকেই প্রাধান্য দিয়ে পবিত্র যাকাত আদায় করা উত্তম। কেননা সোনার দাম ধরে দিলে অনেকের পবিত্র যাকাত আসবে না।" **(কুদূরী, আল হিদায়া)**

৪. **গৃহপালিত বিচরণ ও বর্ধনশীল পশুর পবিত্র যাকাত :** (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসতেছে)

৫. **ফসলের পবিত্র যাকাত :** (যাকে পরিভাষায় উশর বলা হয়) (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসতেছে)

৬. **পবিত্র রোযা উনার পবিত্র যাকাত :** (যাকে যাকাতুল ফিতর বা ছদকাতুল ফিতর বলে উল্লেখ করা হয়)। ততসঙ্গে পবিত্র কুরবানী, তবে ছদকাতুল ফিতর এবং পবিত্র কুরবানী ওয়াজিব হলেও হুকুমের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পবিত্র ঈদুল ফিতর উনার দিন ছুবহে ছাদিকের পূর্বে ছাহিবে নিছাব তথা নিছাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তার উপর ছদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে নিছাব বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। একইভাবে ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জ শরীফ কোন ব্যক্তি ছাহিবে নিছাব হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রেও নিছাব বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নয়। **(হিদায়া, কুদূরী)**

যে যে সম্পদ বা মালের যাকাত ফরয :

পবিত্র যাকাত মুসলমান উনাদের প্রায় যাবতীয় মালেই ফরয, যদি তার নিছাব ও শর্ত পূরণ হয়। যেমন- সোনা-রূপা, নগদ অর্থ, যমীনে উৎপন্ন ফসল ও ফলফলাদি, যমীনে প্রাপ্ত গুপ্ত ধন, খণিতে প্রাপ্ত খণিজ দ্রব্য, ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য, গৃহপালিত পশু, যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এসকল প্রকার মালেই পবিত্র যাকাত ফরয। **(আল হিদায়া)**

পবিত্র যাকাত যাদের উপর ফরয হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে :

(১) পবিত্র যাকাতদাতাকে মুসলমান হতে হবে। (২) বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক। (৩) আক্বেল বা বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন। (৪) আযাদ বা স্বাধীন। (৫) নিছাব অর্থাৎ সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য বা টাকা অর্থাৎ নিছাব পূর্ণ হওয়া। (৬) যদি এককভাবে কোন পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য নিছাব পরিমাণ না হয় কিন্তু ব্যক্তির সবগুলো সম্পদের মূল্য মিলিয়ে একত্রে সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য মূল্যের সমান হয় তবে ওই ব্যক্তির নিছাব পূর্ণ হবে। অর্থাৎ নিছাবের একক মালিক হওয়া। (৭) সাংসারিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণ কর্তনের পর নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে পবিত্র যাকাত দিতে হবে। (৮) হাওয়ায়েযে আছলিয়ার অতিরিক্ত। (৯) বর্ধনশীল মাল যেমন- স্বর্ণ, চান্দি, নগদ টাকা, মালে তিজারত বা ব্যবসায়িক মাল এবং সায়েমা বা চারণ ভূমিতে বিচরণকারী পশু।

(১০) বর্ষ পূর্ণ হতে হবে অর্থাৎ নিছাব পরিমাণ সম্পদ তার অধীনে পূর্ণ ১ বছর থাকতে হবে।

* স্বামী-স্ত্রীর সম্পদ একই পরিবারের গণ্য হলেও মালিকানা ভিন্নহেতু পৃথকভাবে নিজ নিজ সম্পদের পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে।

* নির্ধারিত পবিত্র যাকাত পরিশোধের পূর্বেই সম্পদের মালিক মারা গেলে পবিত্র যাকাত পরিশোধের পর ওয়ারিশগণ মালিক বলে গণ্য হবে।

যাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয নয় :

(১) ইয়াতীম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক-বয়স্কা ছেলে হউক অথবা মেয়ে হউক তারা নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয হবেনা। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) নিছাব পরিমাণ মাল থাকার পর যদি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে ঋণের পরিমাণ অধিক হওয়ার কারণে নিছাব না থাকে, তখন তার উপর পবিত্র যাকাত ফরয থাকে না বা হয় না।

(৩) হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ নিছাব পরিমাণ হলেও উক্ত সম্পদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয হবে না। কারণ সম্মানিত ও মহাপবিত্র দ্বীন ইসলাম উনার ফতওয়া মুতাবিক সে নিছাবের মালিক নয়। উক্ত সম্পদ থেকে পবিত্র যাকাত ছাড়া ছদকায়ে ফিতর, আদায় করলে এবং উক্ত সম্পদ থেকে পবিত্র কুরবানী করলে তা কবুল হবে না। উপরন্তু কবীরাহ গুনাহ হবে। যেমন : চুরি-ডাকাতী, ছিনতাইয়ের টাকা বা সম্পদ, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি পন্থায় অর্জিত সম্পদের ও তার মালিকের উপর কোন যাকাত নেই।

(৪) নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা স্থাবর সম্পদের উপর কোন পবিত্র যাকাত নেই। সেটা নিছাব পরিমাণ হলেও তার মালিকের উপর যাকাত নেই।

ইয়াতীম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পবিত্র যাকাত প্রদানের বিধান :

হানাফী মাযহাব উনার ইমাম, ইমামে আ'যম হযরত আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মতে, ইয়াতীম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাল নিছাব পরিমাণ হলেও তাদের উপর পবিত্র যাকাত উনার হুকুম বর্তাবে না। তবে উক্ত ইয়াতীম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক-বয়স্কা ছেলে-মেয়ে যদি বালিগ-বালিগা হয় অতঃপর নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, এ অবস্থায় যদি ইন্তিকাল করে তখন ওয়ারিছগণ সর্ব প্রথম তাদের উক্ত পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে পবিত্র যাকাত আদায় করবে। অতঃপর ওয়ারিছগণ তাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ বণ্টন করে নিবে। **(হিদায়া)**

মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী :

১. মাল নিছাব (শরীয়ত নির্ধারিত) পরিমাণ হওয়া।
২. উক্ত মাল নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য ও স্থাবর মালের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।
৩. উক্ত মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।
৪. মালের উপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা থাকা।
৫. মুদ্রা, টাকা বা ব্যবসায়ের পণ্য হওয়া।
৬. পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে পশু সায়িমা তথা বিচরণশীল ও বর্ধনশীল হওয়া।
৭. ফসলের পবিত্র যাকাত তথা ওশরের ক্ষেত্রে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম-বেশি যাই হোক; (বিনা শ্রম ও সেচে) তার দশ ভাগের এক ভাগ অথবা (শ্রম ও সেচে) বিশ ভাগের এক ভাগ পবিত্র যাকাত দেয়া, আমাদের সম্মানিত হানাফী মাযহাবে ফসলের কোন নিছাব নেই।

যে সব মাল অর্থ-সম্পদের উপর পবিত্র যাকাত ওয়াজিব নয় :

১. বসবাসের ঘর।
২. পরিধেয় বস্ত্র।
৩. ঘরের আসবাব পত্র।
৪. আরোহণের পশু বা যানবাহন।
৫. কাজের জন্য ভাতা প্রদত্ত দাস-দাসি তথা খাদিম-খাদিমা।
৬. ব্যবহারের হাতিয়ার বা যুদ্ধাস্ত্র।
৭. হারানো বা লোকসান যাওয়া মাল।
৮. সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মাল।
৯. ছিনতাই করে নিয়ে গেছে এমন মাল।
১০. মাটিতে পুতে রাখা মাল-সম্পদ যার স্থান স্মরণে নেই।
১১. ঋণ প্রদত্ত মাল যা গ্রহীতা বারবার অস্বীকার করেছে।
১২. লুণ্ঠিত মাল।
১৩. ব্যবসার অযোগ্য মাল।
১৪. স্থানান্তরের অযোগ্য ও স্থাবর ধন-সম্পদ।
১৫. এক বছর পূর্ণ হয়নি এমন মাল।
১৬. ইয়াতীম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও দাস-দাসীর মাল।

পবিত্র যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عَن حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول.

অর্থ : "হযরত ইবনে উমর আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি কোন মাল লাভ করেছে, তা এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ওই মালের পবিত্র যাকাত নেই।" **(তিরমিযী শরীফ)**

আরো বর্ণিত আছে-

عن حضرت على عليه السلام مرفوعا ليس فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول.

অর্থ : "হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আলাইহিস সালাম তিনি নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার থেকে বর্ণনা করেন, কোন সম্পদের বছর পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে পবিত্র যাকাত ফরয হবে না।" **(আবূ দাউদ শরীফ ও বায়হাকী শরীফ)**

বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বে পবিত্র যাকাত প্রদানের হুকুম :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عن حضرت على عليه السلام ان حضرت العباس رضى الله تعالى عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له فى ذلك.

অর্থ : "হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আলাইহিস সালাম উনার থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি আপন যাকাত বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দেয়া সম্পর্কে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি উনাকে পবিত্র যাকাত প্রদানে অনুমতি দিলেন।" **(আবূ দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ)**

বছরের শুরুতে ও শেষে নিছাব ঠিক থাকলে এবং মাঝখানে কমলেও যাকাত দিতে হবে :

এ প্রসঙ্গে ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবে ইমামে আ'যম হযরত আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি উল্লেখ করেন, বছরের শুরু এবং শেষে তথা নির্ধারিত তারিখে নিছাব ঠিক থাকলে তাকে অবশ্যই পবিত্র যাকাত দিতে হবে, যদিও মাঝখানে কখনো নিছাব থেকে কিছু অংশ কমে যায়। এরপরও তাকে পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে। **(কুদূরী, আল হিদায়া)**

مصرف الزكوة অর্থাৎ পবিত্র যাকাত পাওয়ার যারা হক্বদার :

নিম্নলিখিত আট খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ফরয হিসেবে পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. والله عليم حكيم.

অর্থ : "পবিত্র যাকাত কেবল ফক্বীর, মিসকীন ও পবিত্র যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য অর্থাৎ নও মুসলিমের জন্য, গোলাম বা বাঁদীদের মুক্তির জন্য, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিদের ঋণমুক্তির জন্য, মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ পাক উনার নির্ধারিত বিধান এবং মহান আল্লাহ পাক তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৬০)**

যাকাত পাওয়ার যারা হক্বদার তাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

১. **ফক্বীর :** ফক্বীর ওই ব্যক্তি যার নিকট খুবই সামান্য সহায় সম্বল আছে।

২. **মিসকীন :** মিসকীন ওই ব্যক্তি যার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এবং আত্মসম্মানের খাতিরে কারো কাছে হাত পাততে পারে না। আবার কেউ কেউ ফক্বীরকে মিসকীন এবং মিসকীনকে ফক্বীর অর্থে উল্লেখ করেছেন।

৩. আমিল বা পবিত্র যাকাত আদায় ও বিতরণের কর্মচারী।

৪. **মন জয় করার জন্য নও মুসলিম :** অন্য ধর্ম ছাড়ার কারণে পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। অভাবে তাদের সাহায্য করে পবিত্র ইসলামে সুদৃঢ় করা।

৫. **ঋণমুক্তির জন্য :** জীবনের মৌলিক বা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য সঙ্গতকারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণ মুক্তির জন্য পবিত্র যাকাত প্রদান করা যাবে।

৬. **গোলাম বা বাঁদী মুক্তি :** কৃত গোলাম বা বাঁদী মুক্তির জন্য।

৭. **ফী সাবীলিল্লাহ বা জিহাদ :** অর্থাৎ পবিত্র ইসলাম উনাকে যমীনে কায়িম বা বিজয়ী করার লক্ষ্যে যারা কাফির বা বিধর্মীদের সাথে জিহাদে রত সে সকল মুজাহিদদের প্রয়োজনে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার কাজেও ব্যয় করা যাবে।

৮. **মুসাফির :** মুসাফির অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণে অভাবগ্রস্থ হলে ওই ব্যক্তির বাড়িতে যতই ধন-সম্পদ থাকুক না কেন তাকে পবিত্র যাকাত প্রদান করা যাবে। তবে মহা সম্মানিত ও পবিত্রতম সাইয়্যিদ বংশ মুবারক উনারা পবিত্র যাকাতের মাল উপভোগ করেন না। তা পবিত্র হাদীছ শরীফ কর্তৃক নিষিদ্ধ। বরং

উনারা ধনীদের নিকট থেকে পবিত্র যাকাতের মাল নিয়ে গরীবদের মাঝে সুসমভাবে বণ্টন করে থাকেন। যা খাছ সুন্নত এবং উনাদের কাছেও পবিত্র যাকাতের সম্পদ পৌঁছে দেয়াও ফরয-ওয়াজিব যদি উনারা মহান হাদী হন। তবে পবিত্রতম নবী পরিবার তথা পবিত্রতম আওলাদুর রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদেরকে মুবারক হাদিয়া প্রদান করা উনাদের পবিত্রতম খিদমতে জান-মাল কুরবান করাই হচ্ছে মু'মিনদের পবিত্র ঈমান উনার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টি। সুবহানাল্লাহ!

খাতসমূহ থেকে যাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া অধিক উত্তম :

পবিত্র যাকাত প্রদানের আট প্রকার খাতের মধ্য থেকে তিন প্রকার খাতে পবিত্র যাকাত দেয়া যেতে পারে। যেমন,

১। নিকটতম গরীব আত্মীয়-স্বজন : নিকটতম গরীব আত্মীয়-স্বজন যদি তাদের আক্বীদা, আমল বিশুদ্ধ থাকে। তা খেয়ে যদি মহান আল্লাহ পাক উনার শুকরিয়া আদায় করে। এর ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিকে পবিত্র যাকাত দিলে তা আদায় হবে না। যদিও নিকটতম গরীব আত্মীয়-স্বজন ও গরীব প্রতিবেশী হোক না কেন।

২। গরীব প্রতিবেশী : এ ক্ষেত্রেও উক্ত ১নং শর্তের অনুরূপ।

৩। গরীব ত্বলিবুল ইলম : যারা দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করে। **তাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া অতি উত্তম এবং লক্ষ-কোটি গুণ বেশী ফযীলতের কারণ।** তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত ১নং শর্তের অনুরূপ শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকেও যাকাত দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহ তিনি উনার মাকতুবাত শরীফ-এ উল্লেখ করেন। পবিত্র যাকাত আদায়ের খাতসমূহের মধ্যে গরীব ত্বলিবুল ইলমদের পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, মান্নত, কুরবানীর চামড়া বা চামড়ার টাকা দেয়া সর্বত্তোম এবং লক্ষ-কোটি গুণ ছওয়াব অর্জিত হবে। **(মাকতুবাত শরীফ)**

যাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না :

১। উলামায়ে সূ' বা ধর্মব্যবসায়ী মালানা দ্বারা পরিচালিত মাদরাসা অর্থাৎ যারা লংমার্চ, হরতাল, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কুশপুত্তলিকা দাহ ও অন্যান্য কুফরী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত, সেই সব মাদরাসাগুলোতে পবিত্র যাকাত প্রদান করলে পবিত্র যাকাত আদায় হবে না। যেমন পত্রিকার রিপোর্টে পাওয়া যায়, জামাতী-খারিজীরা তাদের নিয়ন্ত্রিত মাদরাসায় সংগৃহীত যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়ার মাধ্যমে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা আয় করে। যা মূলতঃ তাদের বদ আক্বীদা ও বদ আমল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তথা ধর্মব্যবসায় ও পবিত্র দ্বীন-ইসলাম বিরোধী

কাজেই ব্যয়িত হয়। কাজেই এদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না, যে বা যারা তাদেরকে যাকাত দিবে কস্মিনকালেও তাদের যাকাত আদায় হবে না।

২। ঠিক একইভাবে পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা- যেখানে আমভাবে ধনী-গরীব সকলের উপভোগের সুযোগ করে দেয়- এমন কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে বা সংগঠনে প্রদান করা হারাম ও নাজায়িয। যেমন 'আনজুমানে মফিদুল ইসলাম' এই সংগঠনটি বিশেষ ৩ পদ্ধতিতে মুসলমান উনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে-

ক) পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা হাতিয়ে নেয়ার মাধ্যমে গরীব-মিসকীনদের হক্ব বিনষ্ট করে তাদেরকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ!

খ) অপরদিক থেকে জনকল্যাণমূলক সুবিধা প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে ধনীদেরকেও পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা খাওয়ায়ে তথা হারাম উপভোগের মাধ্যমেও তাদের ইবাদত-বন্দেগী বিনষ্ট করে দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ!

গ) আরেক দিক থেকে যাকাতদাতাদের পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা যথাস্থানে না যাওয়ায় এবং যথাযথ কাজে ব্যবহার না হওয়ায় যাকাতদাতাদেরকে ফরয ইবাদতের কবুলিয়াত থেকে বঞ্চিত করছে। নাউযুবিল্লাহ! অর্থাৎ যাকাতদাতাদের কোন যাকাতই আদায় হচ্ছে না। কাজেই এ সমস্ত সংগঠনে পবিত্র যাকাত উনার টাকা প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

৩। অনুরূপভাবে পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা আত্মসাতের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে **'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন'**। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত **হিন্দু ও বৌদ্ধদের 'যোগ সাধনা শিক্ষা'** প্রদানের একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুসলমান উনাদের জন্য শিক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে কুফরী। এই প্রতিষ্ঠানটি একদিকে এই কুফরী শিক্ষা বাস্তবায়ন করে মুসলমান উনাদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে, অন্যদিকে মুসলমান উনাদের পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, দান-ছদকা, মান্নত বা কুরবানীর চামড়া বিক্রিকৃত টাকা হাতিয়ে নিয়ে তা তাদের কুফরী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে গরীব-মিসকীনের হক্ব বিনষ্ট করছে। অপরদিকে যাকাত প্রদানকারীদেরকেও তাদের ফরয ইবাদত থেকে বঞ্চিত করে কবীরা গুনাহে গুনাহগার করছে। নাউযুবিল্লাহ! কাজেই মুসলমানদের জন্য কাফিরদের এই **কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে** পবিত্র যাকাত, ফিতরা, উশর, ছদকা, মান্নত ও কুরবানীর চামড়া বা চামড়া বিক্রিকৃত টাকা প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়িয তো অবশ্যই, এমনকি সাধারণ দান করাও হারাম ও নাজায়িয।

৪। নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা ধনী ব্যক্তিকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না। এদেরকে পবিত্র যাকাত দিলে আবার তা নতুন করে আদায় করতে হবে।

৫। মুতাক্বাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলিমগণ উনাদের মতে কুরাঈশ গোত্রের বনু হাশিম উনাদের অন্তর্ভুক্ত হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত জাফর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত আকীল রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনাদের বংশধরের জন্য পবিত্র যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। তবে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তী আলিমগণ উনাদের মতে বৈধ।

৬। অমুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

৭। যে সমস্ত মাদরাসায় ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোডিং আছে সেখানে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে এবং যে সমস্ত মাদরাসায় লিল্লাহ বোডিং নেই সেখানে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

৮। দরিদ্র পিতামাতাকে এবং উর্ধ্বতন পুরুষ অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানীকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

৯। আপন সন্তানকে এবং অধঃস্তন পুরুষ অর্থাৎ নাতি-নাতনীদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

১০। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে পবিত্র যাকাত দিতে পারবে না।

১১। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইয়াতীমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ের জন্য পবিত্র যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত হলে তাকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

১২। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে পবিত্র নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তাকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সে যদি উপার্জন না থাকার কারণে পবিত্র যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয় তবে যাকাত দেয়া যাবে।

১৩। পবিত্র কুরআন শরীফ, পবিত্র হাদীছ শরীফ, পবিত্র ইজমা শরীফ ও পবিত্র ক্বিয়াস শরীফ উনাদের অনুযায়ী যারা আমল করেনা অর্থাৎ যারা পবিত্র শরীয়ত উনার খিলাফ আমল ও আক্বীদায় অভ্যস্ত তাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

১৪। যারা পবিত্র যাকাত গ্রহণ করে উক্ত যাকাতের টাকা দিয়ে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের নাফরমানীমূলক কাজে মশগুল হয় তাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন এ প্রসঙ্গে কালামুল্লাহ শরীফ উনার মাঝে ইরশাদ হয়েছে,

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

অর্থ : "তোমরা নেকী ও পরহিযগারী কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘন কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতা করনা।" **(পবিত্র সূরা মায়িদা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২)**

১৫। বেতন বা ভাতা হিসেবে নিজ অধিনস্ত ব্যক্তি বা কর্মচারীকে পবিত্র যাকাত উনার টাকা দেয়া যাবে না।

১৬। যাদের আক্বীদা ও আমল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বহির্ভুত তাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না। যারা হারাম কাজে অভ্যস্ত তাদেরকে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

১৭। জনকল্যাণমূলক কাজে ও প্রতিষ্ঠানে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন : আমভাবে লাশ বহন ও দাফন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মান, বৃক্ষরোপন, পানির ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পবিত্র যাকাত দেয়া যাবে না।

স্ত্রীর সম্পদ বা অলঙ্কারের যাকাত কে দিবে ?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পদ একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেও মালিকানা যদি ভিন্ন হয় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেককে তা পৃথকভাবে পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে। স্ত্রীর যদি অলঙ্কারও হয়। তা থেকেই তাকে পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه ۚ

অর্থ : "আর তোমরা (মহিলারা) পবিত্র নামায কায়িম কর ও পবিত্র যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আনুগত্য কর।" **(পবিত্র সূরা আহযাব শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৩)**

তবে স্ত্রীর অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ না থাকলে সেক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদানকৃত হাত খরচের টাকা থেকে বাঁচিয়ে বা কিছু অলঙ্কার বিক্রি করে হলেও পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে। স্ত্রীর অলঙ্কারের যাকাত স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী আদায় করলেও পবিত্র যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

عَنْ حَضَرَتْ مُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنّ.

অর্থ : "হযরত মুয়ায রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ

মুবারক করেন, হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা ছদকাহ তথা পবিত্র যাকাত প্রদান করো যদিও তোমাদের অলঙ্কারও হয়।" **(বুখারী শরীফ)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো বর্ণিত আছে,

عَنْ حَضَرَتْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكوةَ هَذَا؟ قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار. قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : "হযরত আমর ইবনে শু'আইব রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি উনার সম্মানিত পিতা থেকে তিনি উনার সম্মানিত দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার নিকট এক মহিলা ছাহাবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তিনি আগমন করেন, উনার সাথে উনার একজন কন্যা ছিলেন। উনার কন্যার হাত মুবারক-এ সোনার দুটি মোটা চুরি ছিল। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেন, আপনি কি এর পবিত্র যাকাত প্রদান করেন? তিনি বলেন, না। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেন, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আপনাকে মহান আল্লাহ পাক তিনি কিয়ামতের দিন এই দুটির পরিবর্তে আগুনের দুটি চুড়ি পরাবেন? তখন তিনি চুড়ি দুটি খুলে নূরে মুজাস্সাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে প্রদান করেন এবং বলেন, এগুলো মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের জন্য।" **(আবূ দাঊদ শরীফ)**

পবিত্র যাকাত উনার হিসাব কখন থেকে করতে হবে ?

পবিত্র যাকাত বছরান্তে ফরয হয় এবং বছরান্তে পবিত্র যাকাত উনার হিসাব করা ওয়াজিব। চন্দ্র বছরের তথা আরবী বছরের যে কোন একটি মাস ও তারিখকে পবিত্র যাকাত হিসাবের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। বাংলা বা ইংরেজী বছর হিসাব করলে তা শুদ্ধ হবে না। পবিত্র যাকাতযোগ্য সকল সম্পদ ও পণ্যের বেলায় এই শর্ত আরোপিত কিন্তু কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বছরান্তের শর্ত নেই। প্রতিটি ফসল তোলার সাথে সাথেই পবিত্র যাকাত (উশর) আদায় করতে হবে কম বেশী যা-ই হোক। তবে ছদাকাতুল ফিতর-এর জন্য বছর পূর্ণ

হওয়া শর্ত নয়। পবিত্র ঈদের দিন ছুবহে ছাদিকের পূর্বেই ছাহিবে নিছাব হলে ছদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। আর পবিত্র কুরবানী উনার হুকুমও অনুরূপ অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জ শরীফ উনার মধ্যে যে কোন দিন মালিকে নিছাব হলে পবিত্র কুরবানী করা ওয়াজিব। তবে **হিসাবের সুবিধার্থে পহেলা রমাদ্বান শরীফ; এ পবিত্র যাকাত হিসাব করা যেতে পারে। তবে এটাই উত্তম ও পবিত্র সুন্নত মুবারক।**

পবিত্র যাকাত পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার মধ্যে দেয়াই উত্তম :

খালিক্ব মালিক রব মহান আল্লাহ পাক উনার বিশেষ রহমত মুবারক উনার কারণে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার মধ্যে প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে সত্তর গুণ বেশি নেকী দান করেন সুবহানাল্লাহ।

হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাস উনার মধ্যেই পবিত্র যাকাত প্রদান করতেন। যেমন-

عن حضرت السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه ان حضرت عثمان بن عفان عليه السلام كان يقول هذا شهر زكاتكم (شهر رمضان) فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة.

অর্থ : "হযরত সাইব ইবনে ইয়াযিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার থেকে বর্ণিত। হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান আলাইহিস সালাম তিনি পবিত্র রমাদ্বান শরীফ মাসে বলতেন, এ মাস তোমাদের পবিত্র যাকাত আদায়ের মাস। অতএব, কারো ঋণ থাকলে সে যেন তার ঋণ পরিশোধ করে, যেন তোমাদের সম্পদ সঠিকভাবে নির্ণীত হয় এবং তোমরা তা থেকে (সঠিকভাবে) পবিত্র যাকাত প্রদান করতে পার।" **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি সহীহ সনদে বর্ণনা করেন।)**

পাওনা ও আটকে পড়া সম্পদের পবিত্র যাকাত উনার বিধান :

এ সম্পর্কে হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে উল্লেখ আছে-

عن حضرت الحسن البصرى رحمة الله عليه قال اذا حضر الوقت الذى يودى فيه الرجل زكاته ادى عن كل مال و عن كل دين الا ما كان ضمارا لا يرجوه.

অর্থ : "বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, যখন পবিত্র যাকাত প্রদানের সময় উপস্থিত হবে, তখন পবিত্র যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি তার সকল সম্পদের উপর এবং সকল পাওনার উপর পবিত্র

যাকাত দিবেন। তবে যে পাওনা সম্পদ আটকে রাখা হয়েছে এবং যা ফেরত পাওয়ার সে আশা করে না, সেই সম্পদের পবিত্র যাকাত দিতে হবে না। তবে যখন পাবে তখন (শুরু থেকে পাওয়া পর্যন্ত) তার পবিত্র যাকাত আদায় করবে।" **(ইমাম হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার এ মতটি হযরত আবূ উবায়দ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি সংকলন করেছেন)**

বিগত বছরের কাযা বা অনাদায়ী পবিত্র যাকাত প্রসঙ্গে :

যদি কারো অতীত যাকাত অনাদায়ী বা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা ঋণের মধ্যে গণ্য হবে। চলতি বছরে যাকাত আদায়ের পূর্বেই অনাদায়ী কাযা যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। **(ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহ)**

পবিত্র যাকাত উনার টাকা দিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিম্নমানের শাড়ী-লুঙ্গি ক্রয় প্রসঙ্গে : বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পবিত্র যাকাত উনার টাকা-পয়সা দিয়ে এমন নিম্নমানের শাড়ী-লুঙ্গি ক্রয় করে যা ব্যবহারের অযোগ্য। যা পবিত্র যাকাতদাতা ও তার পরিবার-পরিজন নিজেও সেটা পরিধান করবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

অর্থ : "মহান আল্লাহ পাক উনার পবিত্র রাস্তায় তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কস্মিনকালেও কোন নেকী হাছিল করতে পারবে না।" **(পবিত্র সূরা আল ইমরান শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৯২)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে আরো বর্ণিত রয়েছে, "নিজের জন্যে তোমরা যা পছন্দ করবেনা অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না।" **(মিশকাত শরীফ)**

অথচ পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীছ শরীফ উনাদের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে "সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় বস্তু মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় দান না করলে তা কবুল হয় না।" **(মিশকাত শরীফ)**

পবিত্র যাকাত একটি শ্রেষ্ঠ মালি ইবাদত এবং পবিত্র ইসলাম উনার অন্যতম তৃতীয় রোকন। পবিত্র যাকাত উনার মাল তার হকদারকে দিয়ে দেয়াই হচ্ছে ধনীদের জন্য ফরয কাজ, তা যত্রতত্র তাদের খেয়াল-খুশি মুতাবিক খরচ করতে পারবে না। সে অধিকারও তাদের নেই। পবিত্র যাকাত ধনী-গরীবদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য আসেনি। তাহলে যাকাত উনার কাপড় বলতে আলাদা নাম থাকবে কেন? অতএব, বুঝা যাচ্ছে পবিত্র যাকাত উনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য 'যাকাতের কাপড়' নামে নামকরণ করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

কাজেই লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিম্নমানের অব্যবহার্য শাড়ী-লুঙ্গি পবিত্র যাকাত উনার টাকা দিয়ে ক্রয় করে পবিত্র যাকাত দিলে পবিত্র যাকাত উনাকে ইহানত বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শামিল। নাউযুবিল্লাহ! এতে পবিত্র যাকাততো কবুল হবেই না বরং পবিত্র ঈমান, আমল, আক্বীদা সব বরবাদ হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ! মুসলমান উনাদেরকে বেঈমান করার জন্য ইহুদী-নাছারাদের এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। যা গাফিল মুসলমান উনাদের উপলব্ধিতেও নেই। এরূপ ইহানতপূর্ণ কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ফরয।

অবৈধ মালের পবিত্র যাকাত নেই :

হারাম কামাই দ্বারা অর্জিত মালের কোন পবিত্র যাকাত নেই। যদি কেউ পবিত্র যাকাত উনার নিয়ত করে পবিত্র যাকাত দেয় তাহলে তার কবীরা গুনাহ হবে। বৈধ মনে করলে কুফরী হবে। কাজেই অবৈধ মালের যেমন পবিত্র যাকাত নেই, তেমন তার মালিকের উপরও পবিত্র যাকাত নেই অর্থাৎ পবিত্র ইসলাম উনার পরিভাষায় সে ছাহিবে নিছাব হবে না। **(ফিকাহর কিতাবসমূহ)**

ঋণগ্রস্থদের ঋণের বদলা হিসেবে পবিত্র যাকাত উনার অর্থ কেটে নেয়ার বিধান :

কোন ঋণদাতা-মালদার ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্তদের ঋণের বদলা হিসেবে পবিত্র যাকাত উনার অর্থ কেটে নেয় তাহলে তার পবিত্র যাকাত আদায় হবে না। কেননা ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র যাকাতদাতা পবিত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি কোন ফায়দা লুটাতে পারবে না। এভাবে পবিত্র যাকাত উনার অর্থ কেটে নেয়া প্রকাশ্য ফায়দা হাছিলের শামিল। আর পবিত্র যাকাত উনার মাল বা অর্থ অবশ্যই পবিত্র যাকাত পাওয়ার হকদার ব্যক্তিদেরকে হস্তান্তর করতে হবে তথা তাদেরকে মালিক করে দিতে হবে। এরপর যদি তারা ঋণ প্রদানকারীকে হস্তান্তর করে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, যাকাত গ্রহণকারী তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত উনার আক্বীদায় আক্বীদাভুক্ত হতে হবে। অন্যথায় পবিত্র যাকাত এভাবে আদায়ে-আদায় হবে না। **(ফিকাহ ও ফতোয়ার কিতাবসমূহ)**

পবিত্র আয়াত শরীফ উনার মাধ্যমে পবিত্র যাকাত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে পবিত্র যাকাত অর্থে যে সমস্ত শব্দ মুবারক এসেছে তার ব্যবহার প্রসঙ্গ :

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে মোট ৩২ স্থানে পবিত্র যাকাত উনার কথা এসেছে, তন্মধ্যে ২৬ স্থানে সরাসরি পবিত্র নামায উনার সাথে সাথেই, ২ স্থানে পবিত্র অর্থে এবং ৪ স্থানে স্বতন্ত্রভাবে পবিত্র যাকাত উনার কথা উল্লেখ আছে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যেখানে কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ পাক তিনি শুধুমাত্র একবার আদেশ মুবারক করলেই তা সমস্ত কায়িনাতের জন্য পালন করা ফরযে আইনের উপর ফরয হয়ে যায়। সেখানে মহান আল্লাহ পাক তিনি ৩২ বার পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ উনার মধ্যে পবিত্র যাকাত উনার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাহলে পবিত্র যাকাত উনার গুরুত্ব কতখানি তা ফিকির করতে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে স্ববিস্তারে আলোচনা করা হলো-

পবিত্র যাকাত শব্দখানা পবিত্র ছলাত উনার সাথে সাথেই উল্লেখ রয়েছে :

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে পবিত্র যাকাত শব্দখানা পবিত্র ছলাত উনার সাথে সাথে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَه

অর্থ : "আর তারা পবিত্র নামায কায়িম করে, পবিত্র যাকাত প্রদান করে এবং মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের আনুগত্য করে।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭১)**

مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ.

অর্থ : "মহান আল্লাহ পাক উনার প্রতি ও পরকালের প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে এবং পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৮)**

فَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ

অর্থ : "তবে তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করো, পবিত্র যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ পাক উনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের মহান অভিভাবক।" **(পবিত্র সূরা হজ্জ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭৮)**

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لاُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থ : "অবশ্যই যদি তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করো, পবিত্র যাকাত প্রদান করো এবং আমার রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো ও উনাদের খেদমত মুবারক করো, আর তোমরা মহান আল্লাহ পাক উনাকে উত্তম

ঋণ (করযে হাসানা) দান করো; অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ দূর করে দিবো।" **(পবিত্র সূরা মায়িদা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১২)**

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ.

অর্থ : "আর তোমরা পবিত্র নামায কায়িম কর ও পবিত্র যাকাত প্রদান কর এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আনুগত্য কর।" **(পবিত্র সূরা নূর শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫৬)**

পবিত্র যাকাত মহিলাদেরকেও যে দিতে হবে সে সম্পর্কিত আয়াত শরীফ :

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِينَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَه ۚ

অর্থ : "আর তোমরা (মহিলারা) পবিত্র নামায কায়িম করো ও পবিত্র যাকাত প্রদান করো এবং মহান আল্লাহ পাক ও উনার রসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার আনুগত্য কর।" **(পবিত্র সূরা আহযাব শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৩)**

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ.

অর্থ : "আর তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করো, পবিত্র যাকাত প্রদান করো এবং রুকূকারী উনাদের সাথে রুকূ করো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৪৩)**

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

অর্থ : "আর তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো এবং পবিত্র নামায কায়িম করো ও পবিত্র যাকাত প্রদান করো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৮৩)**

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰهِ ۗ

অর্থ : "আর তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করো, পবিত্র যাকাত প্রদান করো। তোমরা নিজের জন্য যা অগ্রে পাঠাবে তা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট পাবে।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১১০)**

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوا ۖ

অর্থ : "আর তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করে, পবিত্র যাকাত প্রদাণ করে এবং যারা মহান আল্লাহ পাক উনার নামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা পূর্ণ করে।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৭৭)**

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ.

অর্থ : "আর তারা পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য বিনিময় রয়েছে তাদের রব তায়ালা উনার নিকট।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২৭৭)**

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

অর্থ : "তারা কী ওদের দেখেনা? যখন তাদের বলা হলো- তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ করো, আর পবিত্র নামায কায়িম করো ও পবিত্র যাকাত প্রদান করো।" **(পবিত্র সূরা নিসা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭৭)**

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلٰوةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থ : "আর যারা পবিত্র নামায কায়িমকারী, পবিত্র যাকাত প্রদানকারী এবং মহান আল্লাহ পাক উনার প্রতি ও পরকালে বিশ্বাসী; অচিরেই আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার প্রদান করবো।" **(পবিত্র সূরা নিসা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৬২)**

اَلَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.

অর্থ : "যারা পবিত্র নামায কায়িম করে, পবিত্র যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকূকারী।" **(পবিত্র সূরা মায়িদা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫৫)**

فَاِن تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ

অর্থ : "তবে যদি তারা তওবা করে এবং পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে তবে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫)**

فَاِن تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ

অর্থ : "তবে যদি তারা তওবা করে এবং পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১১)**

وَاَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

অর্থ : "(হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি বলেন) আর আমাকে নির্দেশ মুবারক দেয়া হয়েছে পবিত্র নামায ও পবিত্র যাকাত আদায়ের ব্যাপারে, যতদিন আমি জীবিত থাকবো।" **(পবিত্র সূরা মারইয়াম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩১)**

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَه بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِندَ رَبّه مَرْضِيًّا.

অর্থ : "আর তিনি (হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম) উনার স্বজনদের নির্দেশ মুবারক দিতেন পবিত্র নামায ও পবিত্র যাকাত উনার বিষয়ে এবং তিনি উনার মহান রব উনার নিকট প্রিয়ভাজন অর্থাৎ সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ছিলেন।" **(পবিত্র সূরা মারইয়াম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫৫)**

وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءَ الزَّكٰوةِ ۚ

অর্থ : "আর আমি তাদের প্রতি নির্দেশ মুবারক প্রদান করেছি সৎকর্মসমূহের এবং পবিত্র নামায কায়িম করার ও পবিত্র যাকাত প্রদান করার।" **(পবিত্র সূরা আম্বিয়া শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭৩)**

اَلَّذِينَ اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ

অর্থ : "যারা (মু'মিনগণ) এমন যে, যদি আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তারা (১) পবিত্র নামায কায়িম করবে, (২) পবিত্র যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে ও (৪) মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে।" **(পবিত্র সূরা হজ্জ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৪১)**

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ۙ

অর্থ : "এমন সকল মানুষ তাদের উদাসীন করে না ব্যবসা ও বেচা-কেনা মহান আল্লাহ পাক উনার স্মরণ হতে এবং পবিত্র নামায কায়িম ও পবিত্র যাকাত প্রদান হতে।" **(পবিত্র সূরা নূর শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৭)**

اَلَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُم بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.

অর্থ : "যারা পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে; আর তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে।" **(পবিত্র সূরা নামল শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩)**

اَلَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُم بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.

অর্থ : "যারা পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে; আর তারাই পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে।" **(পবিত্র সূরা লুকমান শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৪)**

وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَه ۚ

অর্থ : "আর মহান আল্লাহ পাক তিনি তোমাদের তওবা গ্রহণ করেছেন, সুতরাং তোমরা পবিত্র নামায কায়িম কর ও পবিত্র যাকাত প্রদান কর এবং মহান

আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের অনুসরণ করো।" **(পবিত্র সূরা মুজাদালাহ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৩)**

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

অর্থ : "আর তোমরা পবিত্র নামায কায়িম করো ও পবিত্র যাকাত প্রদান করো এবং মহান আল্লাহ পাক উনাকে উত্তম ঋণ (করযে হাছানা) প্রদান করো।" **(পবিত্র সূরা মুযযাম্মিল শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২০)**

وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

অর্থ : "আর তারা পবিত্র নামায কায়িম করে ও পবিত্র যাকাত প্রদান করে এবং এই হলো প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।" **(পবিত্র সূরা বাইয়্যিনাহ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৫)**

পবিত্র যাকাত শব্দখানা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহার :

فَاَرَدْنَا اَن يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَاَقْرَبَ رُحْمًا.

অর্থ : "অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের মহান রব তিনি যেন তাদেরকে এর পরিবর্তে দান করেন (এমন সন্তান) যে পবিত্রতায় ও দয়ায় তার অপেক্ষা উত্তম।" **(পবিত্র সূরা কাহাফ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৮১)**

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا.

অর্থ : "আর (আমি হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম উনাকে দান করেছি) আমার পক্ষ থেকে স্নেহ-দয়া ও পবিত্রতা, আর তিনি ছিলেন মুত্তাকী।" **(পবিত্র সূরা মারইয়াম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৩)**

পবিত্র যাকাত শব্দখানা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ :

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُم بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : "তবে আমি অচিরেই নির্ধারণ করবো তা ওইসব লোকদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, পবিত্র যাকাত প্রদান করে, আর যারা আমার পবিত্র আয়াত শরীফ উনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।" **(পবিত্র সূরা আরাফ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৫৬)**

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ.

অর্থ : "আর যারা পবিত্র যাকাত সম্পাদনকারী (তারা সফল মুমিন)।" **(পবিত্র সূরা মুমিনূন শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৪)**

وَمَا اٰتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ : "আর তোমরা যারা যাকাত দ্বারা মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি কামনা কর; তারাই ঐ সম্পদ বহুগুণ প্রাপ্ত হবে।" **(পবিত্র সূরা রূম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৯)**

اَلَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُم بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ.

অর্থ : যারা পবিত্র যাকাত প্রদান করে না, আর তারাই পরকাল অবিশ্বাসী। **(পবিত্র সূরা হা-মীম সাজদাহ শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৭)**

পবিত্র যাকাত উনার সমার্থবোধক শব্দ :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا.

অর্থ : "আপনি গ্রহণ করুন তাদের মাল হতে পবিত্র যাকাত যা দ্বারা আপনি তাদেরকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে পাক ও পবিত্র করবেন ।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১০৩)**

পবিত্র উশর প্রদান প্রসঙ্গে :

اَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الاَرْضِ ۖ

অর্থ : "তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ খরচ করো অর্থাৎ পবিত্র যাকাত প্রদান করো আর আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে যা বের করেছি তার থেকে উশর প্রদান করো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২৬৭)**

অন্য পবিত্র আয়াত শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ "এবং আদায় করো তার হক্ব (উশর) শস্য কাটার সময়।" **(পবিত্র সূরা আনআম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৪১)** এই উশর সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা আসতেছে।

পবিত্র যাকাত পূর্বেও ফরয ছিল; সে সম্পর্কিত পবিত্র আয়াত শরীফ :

পবিত্র যাকাত পবিত্র নামায উনার ন্যায় পূর্ববর্তী উম্মতগণের প্রতিও ফরয ছিলো। পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে রয়েছে-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ اِلا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

অর্থ : "যখন আমি বনী ইসরাইলদের (ইহুদী ও নাছারাদের) অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম- তোমরা মহান আল্লাহ পাক তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি ইহসান করবে, আর

মানুষকে ভাল কথার উপদেশ দিবে এবং পবিত্র নামায কায়িম করবে, আর পবিত্র যাকাত আদায় করবে।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৮৩)**

পবিত্র যাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র আয়াত শরীফ :

পবিত্র যাকাত দান না করার পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

অর্থ : "মহান আল্লাহ পাক তিনি যাদেরকে আপন সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন, আর তারা তা নিয়ে কৃপণতা করে, তবে তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য ভাল বা খায়র বরকতের কারণ। বরং তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ। শীঘ্রই কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে, যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছে।" **(পবিত্র সূরা আলে ইমরান শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৮০)**

দানশীলের পবিত্র যাকাত শুধু শতকরা আড়াই ভাগই নয় বরং আরো বেশি :

শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫%) বা চল্লিশ ভাগের একভাগ পবিত্র যাকাত হলো ফরয। মহান আল্লাহ পাক উনার প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য আরো বেশি দান-ছদকা করার কথা পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক করেছেন। যেমন-

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ

অর্থ : "(আয় আমার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন- অতিরিক্ত (যা সম্ভব) সবই অর্থাৎ অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদই দান করবে।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২১৯)**

তাই হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক আলাইহিস সালাম তিনি বলেছেন ২.৫% হলো যারা দানশীল নয় তাদের যাকাত। **(তিরমিযী শরীফ)**

খাজনা, অন্যান্য কর এবং ইনকাম ট্যাক্স দিলেও পবিত্র যাকাত প্রদান করতে হবে :

ফিকাহ ও ফতোয়ার শতসিদ্ধ মতানুসারে সরকারী রাজস্ব খাতে খাজনা, কর ও ইনকামট্যাক্স ইত্যাদি দিলেও যাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র যাকাত ও পবিত্র উশর আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।

পবিত্র যাকাত, ইনকাম ট্যাক্স, কর, খাজনা ও জিযিয়া করের মধ্যে পার্থক্য :

পবিত্র যাকাত : 'পবিত্র যাকাত' হচ্ছেন পবিত্র ইসলাম উনার পঞ্চ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। ইতিপূর্বেই পবিত্র যাকাত উনার পরিচয়, কার উপর ফরয এবং উহার হুকুম-আহকাম সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরেও এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো- **পবিত্র শরীয়ত উনার পরিভাষায়** الحوائج الاصلية তথা মৌলিক চাহিদা মিটানোর পর অতিরিক্ত যদি কোন মাল বা অর্থ-সম্পদ নিছাব পরিমাণ তথা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা এ সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ কারো অধীনে পূর্ণ এক বছর থাকে তাহলে তা থেকে চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা ২.৫% মাল বা অর্থ-সম্পদ পবিত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত খাতে মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিনা স্বার্থে ও শর্তে প্রদান করাকে পবিত্র যাকাত বলে। **(কুদুরী, আল হিদায়া)**

পবিত্র যাকাত মুসলমান উনাদের মালের ট্যাক্স বা খাজনা ও কর কোনটাই নয়; ইহা মুসলমান উনাদের এটা একটি পবিত্র মালি ইবাদত। ইহা শুধু মুসলমান উনাদের জন্য প্রযোজ্য। এ কারণেই ইহা খিলাফত উনার অধীনে অমুসলমান নাগরিকদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয করা হয়নি।

ইনকামট্যাক্স বা আয় কর : গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা কুফরী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠ সরকার তাদের সুবিধার জন্য তারা জোরপূর্বক জনগণের আয়ের উপর যে সুনির্দিষ্ট অর্থ ধার্য করে মূলতঃ সেটাই ইনকামটেক্স। এক কথায়- আয়ের উপর যে ট্যাক্স বা কর ধার্য করা হয় তাকে ইনকাম ট্যাক্স বা আয় কর বলে। আর সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার ফতওয়া মুতাবিক ইনকামট্যাক্স জায়েয নেই। যতটুকু সম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর সাথে পবিত্র যাকাত উনার কোন প্রকার সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই অর্থাৎ ইনকামট্যাক্স দিলেও যাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয তাকে অবশ্যই পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে।

কর ও খাজনা : সরকার জনগণকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে এবং জনগণও সরকার কর্তৃক যে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তার পরিবর্তে সরকার কর্তৃক 'ধার্যকৃত অর্থ' রাজস্ব খাতে প্রদান করাকেই **'কর' বলে**। যেমন- বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাস বিল, পৌরকরসহ সর্বপ্রকার লাইসেন্স ইত্যাদি। আর ভূমি সংরক্ষণ, জরিপ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে যে সুযোগ-সুবিধা জনগণ লাভ করে থাকে তার বিনিময় সরকার কর্তৃক 'ধার্যকৃত অর্থ' রাজস্ব খাতে প্রদান করাকেই **'খাজনা' বলে**। এই সমস্ত খাজনাগুলি আদায় করা জনগণের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই সমস্ত খাজনার সাথে পবিত্র যাকাত উনার কোন প্রকার সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই। সেইজন্য বৈধ কর ও খাজনা দেয়ার পর যাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয হবে তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে।

জিযিয়া কর : **'জিযিয়া কর' মুসলমানদের জন্য নয়; বরং জিযিয়া কর বিধর্মীদের জন্য প্রযোজ্য।** মুসলমান উনাদের খিলাফতের অধীনে যে সমস্ত অমুসলিম বসবাস করে তাদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য সম্মানিত খলীফা কর্তৃক 'ধার্যকৃত অর্থ' 'বায়তুল মালে' প্রদান করাকেই **'জিযিয়া কর' বলে।** তবে জিযিয়া করের সাথে পবিত্র যাকাত উনার কোন সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই। কেননা- কাফেরদের উপর পবিত্র যাকাত দেয়া এবং নেয়া কোনটাই জায়িয নয়; বরং তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে।

গৃহপালিত পশুর পবিত্র যাকাত :

উট, গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া যদি ঘাস পানি দেয়া ব্যতীত মাঠে ঘাস খেয়ে বিচরণ করে প্রতিপালিত হয় এবং গৃহস্থালীর কাজের অতিরিক্ত ও বিক্রির জন্য অথবা দুধ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য হয়, তা হলে উহাতে পবিত্র যাকাত ফরয। উট **৫**, গরু, মহিষ **৩০** এবং ছাগল, ভেড়া **৪০** সংখ্যায় পৌঁছলে উহাতে পবিত্র যাকাত ফরয হয়। **(বুখারী শরীফ, আল হিদায়া)**

ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও কৃতদাস তথা কাজে ব্যবহৃত পশুর পবিত্র যাকাত উনার বিধান :

عن حضرت ابی هريرة رضی الله تعالی عنه مرفوعا ليس علی المسلم صدقة فی عبده و لا فی فرسه و فی رواية ابی دأود ليس علی العوامل شيئ و فی الهداية لا شيئ فی البغال و الحمير الا ان تكون للتجارة

অর্থ : "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, মুসলমানের উপর তার গোলাম কিংবা তার ঘোড়ায় কোন পবিত্র যাকাত নেই।" **(বুখারী শরীফ)**। **মুসলিম শরীফ** উনার মধ্যে অন্য বর্ণনায় আছে, মুসলমান উনাদের গোলামের জন্য ফিতরা ছাড়া অন্য কোন পবিত্র যাকাত প্রযোজ্য নয়। **আবূ দাউদ শরীফ** উনার মধ্যে বর্ণিত আছে, কর্মে ব্যবহৃত কোন পশুর পবিত্র যাকাত নেই। অনুরূপভাবে **'হেদায়া'**র মধ্যে আছে গাধার ও খচ্চরের পবিত্র যাকাত নেই। তবে ব্যবসার জন্য হলে সকল ক্ষেত্রে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর 'মালে তিজারত' তথা ব্যবসার মাল হিসেবে পবিত্র যাকাত দিতে হবে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মতে, শুধু পুরুষ ঘোড়ার মধ্যে পবিত্র যাকাত নেই। তবে মাদী ঘোড়ার উপর পবিত্র যাকাত আবশ্যক। আবার বিচরণশীল পুরুষ ঘোড়ার সাথে যদি মাদী ঘোড়া থাকে তাহলে প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা ২.৫% হারে তার পবিত্র যাকাত দিতে

হবে। অনুরূপভাবে গাধা বা খচ্চর ব্যবসার জন্য হলে অবশ্যই তার পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে। **(আল কুদূরী, আল হিদায়া, শামী)**

খনিজ দ্রব্যের পবিত্র যাকাত : যমীনে গচ্ছিত গুপ্তধন ও ধনভান্ডারকে 'কানয' বলে। খনিতে জাত সোনা, রূপা প্রভৃতি খনিজদ্রব্যকে 'মাআদিন' (মা'দানিয়ত) বলে এবং উভয়কে এক সাথে 'রেকায' বলে। কিতাবে উল্লেখ আছে, কানযকেও **এক পঞ্চমাংশ** পবিত্র যাকাতরূপে দিতে হয়। তাকেই সাধারণতঃ **খুমুস** বলে। (গনীমতের পঞ্চমাংশকেও খুমুস বলে।) **(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)**

মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের যাকাত উনার বিধান :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عن حضرة على كرم الله وجهه عليه السلام مرفوعا لا زكوة فى اللؤلؤ.

অর্থ : "হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আলাইহিস সালাম তিনি নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার থেকে বর্ণনা করেন যে, মণি-মুক্তা তথা মূল্যবান পাথরের পবিত্র যাকাত নেই।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত মণি-মুক্ত ও মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করলে মালে তিজারত হিসেবে ছহিবে নিছাব হলে অবশ্যই পবিত্র যাকাত দিতে হবে। **(ইবনে আবী শায়বা, আল হিদায়া)**

ফসলের পবিত্র যাকাত বা পবিত্র উশর কাকে বলে :

পবিত্র 'উশর' শব্দখানা আরবী, যা 'আশরাতুন' (দশ) শব্দ হতে এসেছেন। উনার আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছেন- 'এক দশমাংশ'। আর সম্মানিত ইসলামী শরীয়ত উনার পরিভাষায়- যমীন থেকে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য তথা ফল ও ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ পবিত্র যাকাত হিসেবে আদায় করাকে পবিত্র উশর বলে। আর ২০ ভাগের ১ ভাগ পবিত্র যাকাত হিসেবে আদায় করাকে পবিত্র নিছফু উশর বলে।

ফসলের নিছাব ও উশরের শর্ত এবং পবিত্র উশর সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফ উনার দলীল: পবিত্র উশর সম্পর্কে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ উনার মধ্যে একাধিক পবিত্র আয়াত শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ.

অর্থ : "তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল সম্পদ হতে এবং যা আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে উৎপন্ন করেছি তা হতে দান করো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২৬৭)**

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন- وَآتُواْ حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه

অর্থ : "ফসল কাটার সময় তার হক **(পবিত্র** উশর) আদায় করো।" **(পবিত্র সূরা আনআম শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১৪১)**

কৃষিজাতপণ্য বা ফসলাদি ও ফলফলাদির পবিত্র যাকাত সম্পর্কে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার দলীল : ধান, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর প্রভৃতি শস্য ও ফলমূল বিনা সেচে বৃষ্টির পানিতে জন্মিলে- অল্প হউক বা বেশি হোক সেই ফসলের **১০ ভাগের ১ ভাগ** পবিত্র যাকাত হিসেবে দিতে হয়। ইহাকে সাধারণতঃ পবিত্র 'উশর' বলে। এই সকল ফসল সেচ দ্বারা জন্মিলে উহার نصف العشر বা **২০ ভাগের ১ ভাগ** পবিত্র যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন- এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে উল্লেখ আছে-

عن حضرت عبد الله بن عمر عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আলাইহিস সালাম উনার থেকে বর্ণিত। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা থেকে (কোন সেচ ব্যবস্থা ছাড়া) আপসে আপ যে ফল বা ফসলাদি উৎপাদিত হয়, সে ফল ও ফসলের এক দশমাংশ (১০ ভাগের এক ভাগ বা ১০%) পবিত্র যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে যে ফল বা ফসল উৎপন্ন হয় তা থেকে এক-দশমাংশের অর্ধেক (২০ ভাগের এক ভাগ বা ৫%) পবিত্র যাকাত প্রদান করতে হবে।" **(বুখারী শরীফ)**

অনুরূপ মধুরও পবিত্র উশর বা পবিত্র যাকাত আদায় করতে হবে।

পবিত্র উশর সম্পর্কে সম্মানিত হানাফী মাযহাব উনার ফতওয়া : সম্মানিত হানাফী মাযহাব উনার ইমাম হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, যমীনে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলেরই পবিত্র উশর অথবা পবিত্র নিছফু উশর দিতে হবে। চাই দীর্ঘস্থায়ী শস্য যেমন- খেজুর, আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ফলফলাদি হোক, চাই ক্ষণস্থায়ী শস্য যেমন- ধান, গম, সরিষা, কলা, পেঁপে, শাক-সবজি ইত্যাদি যেটাই হোক। তিনি আরো বলেন, ফসল কম-বেশি যাই হোক না কেন, তার পবিত্র উশর অবশ্যই আদায় করতেই হবে।

পবিত্র উশর আদায়ের সময় : পবিত্র উশর আদায়ের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যতোবারই ফসল উৎপন্ন হবে ততোবারই ফসলের পবিত্র উশর দিতে হবে।

পবিত্র উশর প্রদানকারী : যিনি বা যারা ফসলের মালিক হবেন তিনি বা উনারাই পবিত্র উশর প্রদান করবেন।

পবিত্র উশর ব্যয়ের খাতসমূহ : যে খাতে বা স্থানে পবিত্র যাকাত ব্যয় করা যায়, সে খাত বা স্থানেই পবিত্র উশর ব্যয় করতে হবে।

পবিত্র উশর উনার নিছাব : সম্মানিত হানাফী মাযহাব মতে পবিত্র উশর উনার কোন নিছাব নেই। বিনা পরিশ্রমে যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল ও ফল-ফলাদির ১০ ভাগের ১ ভাগ বা তার মূল্য দান করে দিতে হবে। আর পরিশ্রম করে ফসল বা ফল ফলাদি ফলানো হলে তখন ২০ ভাগের ১ ভাগ বা তার মূল্য দান করে দিতে হবে। ধান, চাল, গম ইত্যাদি ব্যতীত ফল-ফলাদির ১০টির ১টি বা ২০টির ১টি দিতে হবে। আর যদি ৫টি হয় তবে একটার অর্ধেক দিতে হবে অথবা সমপরিমাণ মূল্য দিতে হবে।

পবিত্র উশর আদায়ের হুকুম : পবিত্র উশর আদায় করা পবিত্র যাকাত উনার মতই ফরয। কেউ যদি পবিত্র উশর আদায় না করে তাহলে সে ফরয অনাদায়ের গুনাহে গুনাহগার হবে।

কর ও খাজনা প্রদানকৃত যমীনের ফসলে পবিত্র উশর দেয়ার হুকুম : কর ও খাজনা প্রদানকৃত যমীনের ফসলেরও পবিত্র উশর আদায় করতে হবে। কেননা কর ও খাজনা দেয়া হয় সরকারি খাতে জমি সংরক্ষণ, জরিপ ও দেখাশুনা করার জন্য। অনেক জমিতে ফসল না হলেও খাজনা দিতে হয়। আবার পূর্ব যামানায় জমিতে খাজনাও দিতে হতো না। অতএব, কর ও খাজনা প্রদানকৃত যমীনের ফসলেরও পবিত্র উশর আদায় করতে হবে, যা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ রাখতে হবে পবিত্র যাকাত হলো ফরয ইবাদত। যা মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার হাবীব, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের কর্তৃক ফরয করা হয়েছে। পবিত্র যাকাত উনার সাথে কর ও খাজনার কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য কর ও খাজনা মানুষ কর্তৃক অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

পবিত্র উশর আদায়ের উদাহরণ : কারো যমীনে পরিশ্রমের মাধ্যমে ৫০ মণ ধান উৎপন্ন হলো তিনি নিছফু উশর অর্থাৎ বিশ ভাগের ১ ভাগ পবিত্র উশর প্রদান করতে হবে, অর্থাৎ ২.৫ মণ ধান উশর হিসেবে দিতে হবে। আর যদি বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন হয় তাহলে পবিত্র উশর তথা দশ ভাগের একভাগ ধান দিতে হবে, অর্থাৎ ৫ মণ ধান পবিত্র উশর হিসেবে দিতে হবে।

পবিত্র উশর আদায়ের ফযীলত :

পবিত্র যাকাত দিলে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং পবিত্র হয়, ঠিক তেমনি পবিত্র উশর আদায় করলেও ফসল, ফল-ফলাদি বৃদ্ধি পাবে ও পবিত্র হবে। সাথে

সাথে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ যেমন- ঝড়-তুফান, বন্যা-খরা, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি থেকেও ফসল ও ফল-ফলাদি হিফাযত হবে। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র হাদীছে কুদসী শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহূ ওয়া তায়ালা তিনি বলেন-

انفق يا ابن ادم انفق عليك

অর্থ : "হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাস্তায় দান অর্থাৎ খরচ করো; আমি তোমাকে দান করবো।" **(বুখারী শরীফ)**

ফসলের হক্ব আদায় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যুগের ঘটনা :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে পূর্ববর্তীকালের একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, এক ব্যক্তি এক মাঠে অবস্থান করছিলেন এমন সময় তিনি মেঘের মধ্যে এক শব্দ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। অতঃপর মেঘমালা সেই দিকে ধাবিত হলো এবং সেই বাগানে পানি বর্ষালো। তখন দেখা গেলো, উক্ত বাগানের নালাটি সমস্ত পানি নিজের মধ্যে ভর্তি করে নিলো।

তখন সেই ব্যক্তি মেঘের অনুসরণ করলেন অর্থাৎ মেঘ যেখানে বর্ষিত হয়েছিলো সেখানে তিনি গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি উনার বাগানে দাঁড়িয়ে সেচুনী দ্বারা পানি সেচতেছেন। তখন তিনি উনাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহান আল্লাহ তায়ালা উনার বান্দা! আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম অমুক- যে নাম তিনি মেঘের মধ্যে শুনেছিলেন সে নাম। তখন এ ব্যক্তি বললেন, হে মহান আল্লাহ তায়ালা উনার বান্দা! আপনি কেন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন? তিনি বললেন, যেই মেঘের এই পানি; সেই মেঘের মধ্যে আমি একটি শব্দ শুনেছি। আপনার নাম নিয়ে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। তিনি আরো জানতে চাইলেন, হে মহান আল্লাহ তায়ালা উনার বান্দা! আপনি বলুন, আপনি ফসলের দ্বারা কী কী কাজ করেন, তিনি উত্তরে বললেন, যখন আপনি জানতে চাইলেন তখন শুনুন, আমার এই জমিতে যা ফলে তা আমি (আমাদের পবিত্র শরীয়ত মুতাবিক) তিন ভাগ করি। এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবারের খাবারের জন্য রাখি এবং অপর ভাগ ফসল উৎপাদনের জন্য লাগিয়ে থাকি।" **(মুসলিম শরীফ, মিশকাতুল মাছাবীহ কিতাবুয যাকাত বাবুল ইনফাক্বা ওয়া কারাহিয়াতিল ইমসাক)**

অতএব প্রমাণিত হলো যে, কেউ যদি তার যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল ও ফল-ফলাদির যথাযথ পবিত্র যাকাত/হক্ব আদায় করে তথা দান-ছদকা করে তাহলে মহান আল্লাহ পাক তিনি কুদরতীভাবেই তার ফসলের হিফাযত করবেন এবং তার ফসলে বরকত দান করবেন। তার ফসল কখনো নষ্ট হবে না। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র উশর আদায় না করার শাস্তি :

"হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যাকে মহান আল্লাহ পাক সম্পদ বা ফসল দান করেছেন আর সে তার পবিত্র যাকাত বা পবিত্র উশর আদায় করেনি কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা সাপ স্বরূপ বানানো হবে যার চক্ষুর উপর কিচমিচের দানার মত দুটি কালো বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন সাপটাকে তার গলায় বেড়ী স্বরূপ পড়ানো হবে। অতঃপর উক্ত সাপ তার মুখের দু'দিকে কামড় দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ আমি তোমার সঞ্চিত মাল।" নাউযুবিল্লাহ! **(বুখারী শরীফ)**

অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত যমীনে উৎপাদিত ফসলের পবিত্র উশর আদায় করে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের মত মুবারক অনুযায়ী মত ও পথ মুবারক অনুযায়ী পথ হয়ে হাক্বীক্বী রিযামন্দি মুবারক হাছিল করা।

পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর সীমাহীন ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা

ক) কবর, হাশর, মীযান, পুলছীরাত সব জায়াগায় তথা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তির কারণ : এ সম্পর্কে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : (ইয়া রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে **(যাকাত ও) ছদকা** গ্রহণ করুন, (আপনার এই) ছদকা (গ্রহণ করাটা) তাদের (জাহেরকে) পাক সাফ করবে- আর (আপনার এই) ছদকা (গ্রহণ করাটা) তাদের (বাতেন বা অন্তরকে) পরিশোধিত করে দেবে, আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে। মহান আল্লাহ

পাক তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১০৩)**

খ) নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তিনি দোয়া করেন পবিত্র যাকাত আদায়কারীর ও তার পরিবারের জন্য :

عن حضرة عبد الله بن ابى اوفى رضى الله تعالى عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابى بصدقته فقال اللهم صل عليه ال حضرة ابى اوفى رضى الله عنه متفق عليه وفى رواية اذا اتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه.

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, কোন পরিবারের লোকেরা যখন নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার নিকট তাদের পবিত্র যাকাত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি বলতেন, আয় মহান আল্লাহ পাক! আপনি অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। হযরত আব্দুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, একদা আমার পিতা উনার নিকট পবিত্র যাকাত নিয়ে আসলেন, তখন নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আয় মহান আল্লাহ পাক! আপনি দয়া করুন হযরত আবু আওফা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার পরিবার উনাদের প্রতি।" সুবহানাল্লাহ! **(বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)** অপর বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার নিকট আপন পবিত্র যাকাত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি বলেন, আয় মহান আল্লাহ পাক! আপনি উনার প্রতি দয়া করুন। সুবহানাল্লাহ!

এক নজরে পবিত্র যাকাত আদায়ের উপকারিতা :

পবিত্র যাকাত প্রদানে লক্ষ-কোটি গুণে উপকারিতা, ফায়দা, রহমত বরকত, সাকীনা, মাগফিরাত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি আলোকপাত করা হল-

১. পবিত্র যাকাত আদায়ে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের মুবারক নির্দেশ পালিত হয়। সুবহানাল্লাহ!

২. পবিত্র যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের পক্ষ থেকে পবিত্র যাকাতদাতা ও তার পরিবার প্রশান্তি, তথা দয়া-দান,

ইহসান, রহমত-বরকত লাভ করে এবং যাবতীয় রোগ-ব্যধি, বালা-মুছীবত হতে মুক্তি লাভ করেন। সুবহানাল্লাহ!

৩. পবিত্র যাকাত প্রদানে মাল-সম্পদ পুত-পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। সুবহানাল্লাহ! যেমন: পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

অর্থ : "মহান আল্লাহ পাক তিনি সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দান-ছদকা তথা পবিত্র যাকাত উনাকে বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ দান, ছদকা ও যাকাতদানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি পায়।" সুবহানাল্লাহ! **(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ২৭৬)**

৪. তাকে নেক সন্তান দান করা হয়। সুবহানাল্লাহ!

৫. পবিত্র যাকাত আদায়ে তার সমস্ত পবিত্র ইবাদত-বন্দিগী কবুল হয়।

৬. পবিত্র যাকাত দাতা নিজে ও তার পরিবার পবিত্রতা হাছিল করে এবং সাখী বা দানশীল হিসেবে মহান আল্লাহ পাক উনার সাথে গভীর নিসবত পয়দা হয়।

৭. মানুষের প্রিয়ভাজন ও পবিত্র জান্নাতের নিকটবর্তী হয় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে যায়। যেমন: পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

اَلسَّخِيُ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ.

অর্থ : "দানশীল মহান আল্লাহ পাক উনার নিকটে মানুষের নিকটবর্তী, পবিত্র জান্নাত উনার নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে।" **(তিরমিযী শরীফ)**

আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে- اَلسَّخِيُ حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا.

অর্থ : "দানশীল মহান আল্লাহ পাক উনার বন্ধু যদিও সে ফাসিক হোক না কেন।" সুবহানাল্লাহ!

৮. পবিত্র যাকাত উনার মাধ্যমে বখীল বা কৃপণতার দফতর থেকে নাম কেটে যায়। সুবহানাল্লাহ!

৯. ধনী-গরীবদের মধ্যে বৈষম্যতা দূরীভুত হয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মজবুত হয়। সুবহানাল্লাহ!

১০. দারিদ্রতা বিমোচন হয়। সুবহানাল্লাহ!

১১. ইয়াতীমের আবাসন তথা ভরণ-পোষণের চাহিদা পূরণ হয়। সুবহানাল্লাহ!

১২. খিলাফত পরিচালনার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং অর্থনৈতিক আঙ্গামে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সুবহানাল্লাহ!

১৩. পবিত্র যাকাত খিলাফত পরিচালনায় অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৪. মহামারী, দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছাস, অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টি, আগুনে পোড়া ইত্যাদি দুর্যোগ থেকে মাল-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সুবহানাল্লাহ!

১৫. পবিত্র যাকাত উনার মাল পুলসীরাত পারাপারে সহায়ক হবে। সুবহানাল্লাহ!

১৬. অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয় এতে ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় ফলে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুবহানাল্লাহ!

১৭. আর্থ-সামাজিক স্বাবলম্বী হয়ে জমীনে পবিত্র জান্নাতী পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবহানাল্লাহ!

মাল বা সম্পদের যাকাত আদায় না করলে তার কি ভয়াবহ শাস্তি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগায়ে দেয়া হবে :

পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থ : "যারা সোনা-রূপা জমা করে, অথচ মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় তা খরচ করে না (অর্থাৎ তার পবিত্র যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের, যে দিন গরম করা হবে সেগুলোকে দোযখের আগুনে, অতপর দাগা দেয়া হবে সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা হবে) এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যা তোমরা (দুনিয়াতে) জমা করেছিলে।" **(পবিত্র সূরা তওবা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ৩৪, ৩৫)**

সংরক্ষিত মাল কেশবিহীন সাপে পরিণত হবে :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عن حضرة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه

অর্থ : "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন- তোমাদের কারও সংরক্ষিত মাল কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা হতে তার অধিকারী অর্থাৎ মালের মালিক পলায়ন করতে চাবে; কিন্তু তা তথা ঐ বিষধর সাপ তাকে তথা মালিককে অনুসন্ধান করতে থকবে, এমনকি ঐ কেশবিহীন বিষাক্ত সাপ তার মালিকের তথা মালের মালিকের অঙ্গুলীসমূহ (খাদ্যরূপে) গিলে ফেলবে তথা খেয়ে ফেলবে। নাউযুবিল্লাহ!" **(মুসনাদে আহমদ শরীফ)**

পবিত্র যাকাত উনার মাল প্রদান না করলে তা ঘাড়ে সাপে পরিণত হয়ে দংশন করবে : পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عن حضرة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكوة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرا علينا مصداقه من كتاب الله عز و جل لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.

অর্থ : "হযরত ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন- যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পাক তিনি ঐ যাকাতের মালগুলোকে সম্পদওয়ালার ঘাড়ে সাপে পরিণত করবেন। (অতঃপর সেগুলো দংশন করতে থাকবে।) অতপর তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার কিতাব হতে এর সমর্থনে একখানা আয়াত শরীফ পেশ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে, "যারা কৃপণতা করে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদেরকে যে মাল দান করেছেন সে জন্য তা থেকে, তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য ভাল হয়েছে, বরং এটা তাদের জন্য খারাপ।" **(তিরমিযী শরীফ, নাসায়ী শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফ)**

পবিত্র নামায ও যাকাত উনাদের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عَنْ حَضَرَةْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ حَضَرَةْ اَبُوْبَكْرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا.

অর্থ : "হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক আলাইহিস সালাম তিনি বলেন, মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! আমি নিশ্চয় তাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা ছলাত (নামায) ও পবিত্র যাকাত উনার মধ্যে পার্থক্য করে (অর্থাৎ, পবিত্র ছলাত উনাকে স্বীকার করে, আর পবিত্র যাকাত উনাকে অস্বীকার করে)।

কেননা, পবিত্র যাকাত মালের হক। মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চা উছুল করতেও আমাকে বাধা দান করে, যা তারা নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে প্রদান করত, তা হলেও আমি তার জন্য তাদের সাথে জিহাদ করব।" **(বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)**

আরো পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الزَّكٰوةِ.

অর্থ : "মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! যে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।"

পবিত্র যাকাত উনার মাল গোপন রাখা মালদারদের জন্য নিষিদ্ধ :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত আছে-

عَنْ حَضَرَةْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا اِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا.

অর্থ : "হযরত বশীর ইবনে খাছাছিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পবিত্র যাকাত উসূলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখতে পারি? নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বলেন, না।" **(আবূ দাউদ শরীফ)**

যে মালে যাকাত দেয়া হয়নি তা অন্য মালের সাথে সংমিশ্রন করলে উভয় মালই ধ্বংস হবে :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن ام المؤمنين حضرة عائشة عليها السلام قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الزكوة مالا قط إلا أهلكته رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال.

অর্থ : "উম্মুল মু'মিনীন হযরত ছিদ্দীকা আলাইহাস সালাম তিনি বলেন, আমি নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে বলতে শুনেছি, যে মালের সাথে পবিত্র যাকাত উনার মাল মিশবে নিশ্চয়ই সেই মালই মূল মালকে ধ্বংস করে ফেলবে অর্থাৎ উভয় মালই ধ্বংস হবে। নাউযুবিল্লাহ! **(শাফেয়ী ও বুখারী শরীফ)**

ইমাম হুমায়দী রহমতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন- "তোমার উপর যে মালের পবিত্র যাকাত ফরয ছিল অতঃপর সে মালের তুমি পবিত্র যাকাত আদায় করলে না, অথচ এই হারাম মালই- অর্থাৎ যে মালের যাকাত আদায় করা হয়নি সেই মালই- অন্য সমস্ত হালাল মালকে ধ্বংস করে দিবে।" নাউযুবিল্লাহ! **(মিশকাত শরীফ)**

পবিত্র যাকাত না দিয়ে সে সম্পদ ভোগ করা হারাম ঐ উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামী : নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন- لاتدخل الجنة جسد غذى بالحرام

অর্থ : "ওই দেহ বা শরীর বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম জীবিকা দ্বারা অর্জিত বা গঠিত।" **(শুআবুল ঈমান মিশকাত শরীফ)**

মালের পবিত্র যাকাত না দিয়ে তা দ্বারা নিজের অট্টালিকা করার ভয়াবহ শাস্তি :

পবিত্র ইসলাম অট্টালিকা নির্মাণ করাকেও পছন্দ করে না; বরং উহাকে এক প্রকার অপব্যয় মনে করে। পবিত্র কুরআন শরীফ উনার মধ্যে বলা হয়েছে-

اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اٰيَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

অর্থ : "তোমরা কি নির্মাণ কর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (স্থাপত্য) উঁচু নিদর্শন? এবং নির্মাণ কর কারুকার্যময় প্রাসাদ, যেন তোমরা চিরকাল বেঁচে থাকবে?" **(পবিত্র সূরা শু'আরা শরীফ : পবিত্র আয়াত শরীফ ১২৮, ১২৯)**

নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, সাবধান! প্রত্যেক অট্টালিকাই তার অধিকারীর পক্ষে মন্দ

পরিণামের কারণ হবে; কিন্তু যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। **(আবূ দাউদ শরীফ, মিশকাত শরীফ)**

পবিত্র যাকাত বা পবিত্র উশর প্রদান না করলে তা মাথায় টাক পরা ও চোখে কালো দাগ বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حَضْرَةْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيَةَ.

অর্থ : "হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন- মহান আল্লাহ পাক তিনি যাকে মাল-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে ঐ সম্পদের পবিত্র যাকাত দান করেনি, কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য একটি মাথায় টাক পড়া বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, যার চক্ষুর উপর দুটি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ, অতি বিষাক্ত হবে) তাকে তার গলার বেড়ীস্বরূপ করা হবে। তা তার মুখের দু'দিকে দংশন করতে থকবে, (অথবা তা তার মুখের দিকে দংশন করতে থকবে) এবং বলবে, আমি তোমার মাল আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। অতঃপর নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি (উনার সমর্থনে) এ পবিত্র আয়াত শরীফ পাঠ করলেন- "যারা কৃপণতা করে থাকে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের জন্য উত্তম; বরং তা তাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী পড়িয়ে দেয়া হবে যা নিয়ে তারা কৃপণতা করতেছে।" নাউযুবিল্লাহ! **(বুখারী শরীফ)**

পশুর পবিত্র যাকাত আদায় না করলে সে পশুই তাকে আযাব বা শাস্তি দিবে :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حَضْرَةْ اَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَه إِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدّي حَقَّهَا اِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُه بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُولاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থ : "হযরত আবু যর গিফারী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে কোন ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল, ভেড়া থকবে, অথচ সে তার হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে আনা হবে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়, তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং মাড়াতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়ে যায়।" **(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)**

যাকাত না দেয়ার কারণে যমীনে ও পানিতে সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرة عمر الفاروق عليه السلام قال ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة.

অর্থ : "যমীনে ও পানিতে যত মাল-সম্পদ বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে থাকে তা শুধু মাত্র মালের পবিত্র যাকাত না দেয়ার কারণেই।" নাউযুবিল্লাহ! **(ত্বারানী শরীফ)**

ইহতিকার বা মওজুদকরণের বিধান :

মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে আবশ্যক কোন খাদ্যবস্তুকে মওজুদ রাখা, ধরে রাখা, আটক রাখা পবিত্র ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময়ে। এটাকে সম্মানিত শরীয়ত উনার পরিভাষায় 'ইহতিকার' বলে। ইহতিকার দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে হিংস্র প্রবৃত্তি ও ডাকাতী স্বভাব প্রকাশ পায়। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি 'ইহতিকার' করে, সে পাপী। **(মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)**

নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন কোন খাদ্যবস্তু ঘরে আটকে রেখেছে, ইচ্ছা রাখে যেন এর মূল্য বৃদ্ধি হোক, সে মহান আল্লাহ পাক উনার রহমত হতে

বঞ্চিত হয়েছে এবং মহান আল্লাহ পাক তিনিও তার প্রতি গোস্বা করেন। নাউযুবিল্লাহ! **(রযীন, মিশকাত শরীফ)**

ইহতিকার বা মাল-সম্পদ মওজুদকারীর শাস্তি :

ফিকাহর কিতাবে রয়েছে, ইহতিকারের ফলে দেশে সঙ্কট দেখা দিলে ইহতিকারকারীর ও তার পরিবারের পক্ষে আবশ্যক খাদ্যশস্য রেখে বাকী সমস্ত খাদ্য-শস্য বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ জারী করা মুসলমান সরকারের কর্তব্য। এতে সে বাধ্য না হলে সরকার নিজেই তা বিক্রি করবেন এবং তাকে সমুচিত শাস্তি দিবেন। অবশ্য পবিত্র খিলাফত চালু থাকলে তাই করা হতো। **(দুররে মুখতার, বাবুল হজর ওয়াল ইবাহাত)**

এক নজরে পবিত্র যাকাত আদায় না করার অপকারিতা, ভয়াবহতা ও প্রতিবন্ধকতা :

পবিত্র যাকাত প্রদান না করলে লক্ষ-কোটি অপকারিতা, আযাব-গযব তথা অকল্যাণ নিহিত রয়েছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি আলোকপাত করা হল-

১. পবিত্র যাকাত আদায় না করলে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের মুবারক নির্দেশ সরাসরি অমান্য করা হয়।

২. পবিত্র যাকাত অনাদায়ে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সাথে নিছবত বিনষ্ট হয়ে শত্রুতায় পরিণত হতে হয়।

৩. পবিত্র যাকাত অনাদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের পক্ষ থেকে পবিত্র যাকাত দাতা ও তার পরিবার প্রশান্তি, তথা দয়া-দান, ইহসান, রহমত-বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে আযাব-গযবের হক্বদার হতে হয়।

৪. পবিত্র যাকাত প্রদান না করলে মাল-সম্পদ অপবিত্র হয় বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

৫. পবিত্র যাকাত অনাদায়কারী নিজে ও তার পরিবার সকলেই অপবিত্র হয় এবং বখীল হিসেবে মহান আল্লাহ পাক উনার দফতরে নাম লেখা হয়।

৬. পবিত্র যাকাত অনাদায়কারী মানুষের অপ্রিয়ভাজন ও জাহান্নামের নিকটবর্তী হয় এবং পবিত্র জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়।

পবিত্র যাকাত অনাদায়ের মাধ্যমে দানশীলতার দফতর থেকে নাম কেটে যায়। যেমন: পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

اَلْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ.

অর্থ : "কৃপন ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, পবিত্র জান্নাত হতে দূরে, জাহান্নামের নিকটে।" **(তিরমিযী শরীফ)**

আরো বর্ণিত আছে-

اَلْبَخِيْلُ عَدُوُّ اللهِ وَلَوْكَانَ عَابِدًا

অর্থ : "বখীল মহান আল্লাহ পাক উনার শত্রু যদিও সে আবিদ হোক না কেন।"

৭. কোন ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয় না।

৮. ধনী-গরীবদের মধ্যে বৈষম্যতা সৃষ্টি হয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দূর্বল হয়।

৯. দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।

১০. ইয়াতীম ও গরীব-মিসকীনদের চাহিদা পূরণের তথা ভরণ-পোষণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

১১. পবিত্র খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে অর্থনৈতিক আঞ্জামে ব্যাপক বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

১২. অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কেননা পবিত্র যাকাত প্রদান না করলে মাল-সম্পদ বিনষ্ট হয় বিধায় অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক ভাবে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে।

১৩. মহামারী, দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছাস, অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টি, আগুনে পোড়া ইত্যাদি দুর্যোগ ও আযাব-গযবে মাল-সম্পদ বিনষ্ট হয়।

১৪. অনাদায়ী পবিত্র যাকাত উনার মাল অন্য মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে সমস্ত মালকেই বিনষ্ট করে।

১৫. অনাদায়ী পবিত্র যাকাত উনার মাল-সম্পদ আগুন, সাপে পরিণত হয়ে তাকে আযাব দিতে থাকবে।

১৬. অনাদায়ী পবিত্র যাকাত উনার মাল পুলসীরাত পারাপারে প্রতিবন্ধক হবে। পবিত্র যাকাত উনার মাল-সম্পদ ভক্ষণ করা জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করা একই কথা।

১৭. পারিবারিকভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- নানা রকমের অসুখ-বিসুখ, অশান্তি, ঝগড়া, কলোহ, মারামারি-কাটাকাটি ইত্যাদিতে সদা ডুবে থাকতে হয়।

ঈদ মুবারক! **ঈদ মুবারক!!** ঈদ মুবারক
সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন,
খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ
হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
উনার সুমহান শান মুবারক সম্পর্কে
এ যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র ওয়েব সাইট
উসওয়াতুন হাসানাহ
http://uswatun-hasanah.net
নিয়মিত ভিজিট করুন

পবিত্র যাকাত উছূলকারীদের ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা

ক) পবিত্র যাকাত উছূলকারীর ফযীলত :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حَضَرَةْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ عَلٰى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ حتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِه.

অর্থ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে পবিত্র যাকাত উসূলকারী কর্মী বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। **(আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ)**

খ) পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা উছূলকারীর দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حضرة عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَاْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ

فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَارْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ

অর্থ : "হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জাবির ইবনে আতীক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি উনার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উনার পিতা বলেন- নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, শীঘ্রই আপনাদের নিকট (পবিত্র যাকাত উছূলের জন্য) কতক সওয়ারী আসবেন, যাদেরকে আপনারা পছন্দ করবেন না। কিন্তু যখন উনারা আসবেন, উনাদেরকে স্বাগতম জানাবেন এবং উনারা যা চাবেন, তাই উনাদেরকে দিয়ে দিবেন। যদি উনারা আপনাদের সাথে ইনসাফ করেন, উনাদের জন্য উত্তম হবে, আর যদি এর বিপরীত করেন, তা উনাদের অকল্যাণের কারণ হবে। কিন্তু আপনারা উনাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেন। কেননা, উনাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই আপনাদের পবিত্র যাকাত উনার পূর্ণতা রয়েছে এবং উনারাও যেন আপনাদের জন্য দোয়া করেন।" **(আবূ দাউদ শরীফ)**

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حضرة جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله تعالى عنه قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْنِي مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا. قَالَ فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ.

অর্থ : "হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, একবার গ্রাম্য আরবদের কিছু হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার নিকট এসে বললেন, (ইয়া রসূলাল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) পবিত্র যাকাত উসূলকারী ছাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনারা আমাদের নিকট এসে আমাদের প্রতি অবিচার করেন। নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করলেন- আপনারা আপনাদের পবিত্র যাকাত উসূলকারী উনাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন। উনারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদিও উনারা আমাদের প্রতি অবিচার করেন? নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বললেন, আপনারা আপনাদের পবিত্র যাকাত উসূলকারী উনাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন। (অর্থাৎ

পবিত্র যাকাত দিবেন) যদিও আপনারা মাযলুম হন অর্থাৎ যদিও আপনাদের উপর অবিচার করা হয়।" **(আবূ দাউদ শরীফ)**

গ) পবিত্র যাকাত উছূলকারীকে সন্তুষ্ট করা পবিত্র যাকাত প্রদানকারীর কর্তব্য :

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرة جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض.

অর্থ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যখন তোমাদের নিকট পবিত্র যাকাত উসূলকারী আসবেন, তখন সে যেন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। **(মুসলিম শরীফ)**

ঘ) পবিত্র যাকাত তথা উশর আদায়ের আনজাম মূলতঃ খিলাফতের আনজাম, তবে তা গ্রহণে যূলুম না করা প্রসঙ্গে :

যেমন : পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عن حضرة ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حضرت معاذا رضى الله تعالى عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوا لذٰلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذٰلك. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার হতে বর্ণিত হয়েছে, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা করে যখন পাঠালেন, তখন বললেন- হে মুআয রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু! আপনি আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছেন। প্রথমে তাদেরকে এ ঘোষণা করতে আহ্বান করবেন- "মহান আল্লাহ পাক তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার রসূল।" যদি তারা আপনার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে তাদেরকে বলবেন যে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদের উপর এক দিবা-রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত পবিত্র নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তাও মেনে নেয়, তা হলে তাদেরকে বলবেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাদের উপর পবিত্র যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে, অতপর তাদের দরিদ্রদের প্রতি প্রদান বা ফেরত দেয়া হবে। এ ব্যাপারেও **যদি তারা আপনার কথা মেনে নেয়, তবে** সাবধান! পবিত্র **যাকাতে আপনি বেছে বেছে তাদের উত্তম** জিনিসসমূহ নিবেন না এবং বেঁচে থাকবেন মযলুমের বদ দোয়া হতে। কেননা, মযলুমের বদ দোয়া এবং মহান আল্লাহ পাক উনার মধ্যে কোন পর্দা তথা আড়াল নেই। (অর্থাৎ তাদের বদ্‌দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হয়।) সুবহানাল্লাহ!

শুধু তাই নয় যাকাতের মাল-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি যত হাত ঘুরে আসবে সকলেই উক্ত পবিত্র যাকাত প্রদানের ছাওয়াবের হিসসা লাভ করবে এবং হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার দোয়া সকলেই পাবে। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র যাকাত উছূলকারী তথা আদায়ের কর্মচারী পবিত্র যাকাত উনার মাল আত্মসাৎ করলে তার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে

ক) উছূল কর্মচারী বা পবিত্র যাকাত আদায়কারী যে পশু খিয়ানত করবে কিয়ামতে ঐ পশু কাঁধে নিয়ে পশুর ন্যায় ডাকতে থাকবে :

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

عن حضرة أبي حميد الساعدى رضى الله تعالى عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية الأتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإني استعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا له خوار

أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللّٰهم هل بلغت اللّٰهم هل بلغت

অর্থ : "আবু হুমায়দ আস সায়িদী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, একবার নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইবনে লুতবিয়্যা নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে পবিত্র যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে পবিত্র যাকাত নিয়ে (পবিত্র মদীনা শরীফ) এসে বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য পবিত্র যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তা শুনে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি খুতবা মুবারক দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে মহান আল্লাহ পাক উনার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত মুবারক করলেন অতঃপর বললেন- ব্যাপার এই যে, মহান আল্লাহ পাক তিনি আমার প্রতি যে সকল কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করেন সে সকল কাজের কোন একটির জন্য আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করি। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য পবিত্র যাকাত আর এটা আমার জন্য যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। **সে কেন তার বাবা বা মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? মহান আল্লাহ পাক উনার কসম!** যে ব্যক্তি তার কোন কিছুর তাছর্‌রুফ বা খরচ তথা আত্মসাৎ করবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। নাউযুবিল্লাহ! যদি তা উট হয়, **উটের ন্যায় 'চি-চি'** রব করবে। যদি **গরু হয়, 'হাম্বা-হাম্বা'** করবে, নাউযুবিল্লাহ! আর যদি **ছাগল/ভেড়া হয়, এদের ন্যায় 'ম্যা-ম্যা' করবে।** নাউযুবিল্লাহ! অতঃপর নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি (খুব দীর্ঘ করে) আপন হস্তদ্বয় উঠালেন যাতে আমরা উনার উভয় বগল মুবারক উনার শুভ্রতা মুবারক পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন, আয় মহান আল্লাহ পাক! আমি নিশ্চয়ই (আপনার নির্দেশ) পৌঁছে দিলাম, আয় মহান আল্লাহ পাক! আমি নিশ্চয়ই পৌঁছে দিলাম।" সুবহানাল্লাহ! **(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)**

খ) যাকাত আদায়কারী তথা কর্মচারীর যা কিছু গোপন বা খিয়ানত করবে সেটা নিয়েই কিয়ামতের দিন উঠবে : যেমন : এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

عَنْ حَضَرَةْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَاْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : হযরত আদী ইবনে আমীরাহ আল কিন্দী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আপনাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর তিনি আমাদের নিকট হতে একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করেন, তা নিশ্চয়ই আমানতের খিয়ানত হবে, যা নিয়ে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হাযির হবে। নাউযুবিল্লাহ! **(মুসলিম শরীফ)**

এক নজরে পবিত্র যাকাত হিসাবের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত ছক

পবিত্র যাকাত হিসাবের ছক : (চন্দ্র বৎসর হিসাবে)

মালদার ব্যক্তি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল সম্পদ হিসাবের জন্য নিম্নের ছকটি ব্যবহার করতে পারেন। নমুনা ছকে উল্লেখ নাই এমন সম্পদ মালদারের থাকলে তা অবশ্যই হিসাবে আনতে হবে।

(ক) পবিত্র যাকাত যোগ্য সম্পদের বর্ণনা ঃ

নং	সম্পদের নাম	সম্পদের মূল্য নির্ধারণ	টাকা
১. ক	সোনা, রূপার গহনা, বার বা গিনি কয়েন	বর্তমান বাজার মূল্য	
১.খ	সোনা/রূপা/মূল্যবান পাথর/হিরক বা মণিমুক্তা মিশ্রিত অলঙ্কার	শুধুমাত্র সোনা বা রূপার মূল্য	
২. ক	ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত খালি প্লট	ক্রয় মূল্য	
২.খ	নিজ ব্যবহার্যের অতিরিক্ত বাড়ি/ফ্ল্যাট	রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাদে বাৎসরিক আয় (যদি সঞ্চিত থাকে)	
৩	যানবাহন : ব্যবসায় ব্যবহৃত রিক্সা, ট্যাক্সি, লরি, সিএনজি, গাড়ি, বাস-ট্রাক, ট্রলার, লঞ্চ, নৌকা ইত্যাদি।	রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাদে বাৎসরিক আয় (যদি সঞ্চিত থাকে)	
৪	সাবালকের বিভিন্ন সঞ্চয় বা যাকাতযোগ্য সম্পদ	সব সম্পদের সর্বমোট মূল্য	
৫. ক	প্রাইজবন্ড	সবগুলোর ক্রয় মূল্য	

৫.খ	ব্যক্তিগত বা পোষ্যের নামের বীমা	বীমায় জমাকৃত মোট প্রিমিয়াম	
৫.গ	নিজ বা পোষ্যের ডিপিএস বা এ ধরনের যে কোন সঞ্চয়	জমাকৃত মোট অর্থ	
৫.ঘ	বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র	সবগুলো সঞ্চয় পত্রের ক্রয় মূল্য	
৫.ঙ	বন্ড (ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নামের যে কোন বন্ড)	সবগুলো বন্ডের ক্রয়কৃত মূল্য	
৫.চ	বিভিন্ন মেয়াদী আমানত	জমাকৃত মোট অর্থ	
৫.ছ	প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত মূল টাকা	প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত মূল টাকা যখন থেকে নিছাব পরিমান হবে তখন থেকে যাকাত গণনা করতে হবে। এরপর পূর্ণ ১ বৎসর হলে নিছাব যদি থাকে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।	
৬. ক	সিডিবিএল বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার হোক অথবা সিডিবিএল বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত না হোক যাকাত দেয়ার নিয়ম হচ্ছে-	শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে কম মূল্যে, যাকাত প্রদানের সময় শেয়ারের মূল্য বেশি, এক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যে যাকাত দিতে হবে। আবার শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে বেশি মূল্যে যাকাত প্রদানের সময় শেয়ারের মূল্য কম, এক্ষেত্রে যাকাত প্রদানের সময়কার মূল্য ধরতে হবে।	
৬.খ	অংশিদারী বা যৌথ মালিকানার যাকাতযোগ্য সম্পদ	যৌথভাবে যাকাত আদায় না হলে নিজ অংশের ক্রয় মূল্য	
৭	বিদেশের সকল যাকাতযোগ্য সম্পদ (যদি থাকে)	সম্পদের ক্রয় মূল্য	
৮. ক	ক্যাশের/হাতের বা সঞ্চিত নগদ অর্থ	মোট অর্থের পরিমাণ	
৮.খ	সেভিংস (সঞ্চয়ী) একাউন্ট	নির্দিষ্ট তারিখের ব্যালেন্স	
৮.গ	কারেন্ট (চলতি) একাউন্ট	নির্দিষ্ট তারিখের ব্যালেন্স	
৯. ক	কারখানায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত কাঁচামালের মজুদ	ক্রয়কৃত মালের মূল্য	
৯.খ	কারখানায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত তৈরি মালের মজুদ	প্রস্তুতসহ মওজুদ করণে মোট খরচ বা ব্যায়ের পরিমাণ	
৯.গ	ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত মালের মজুদ	মজুদ মালের ক্রয় মূল্য	
৯.ঘ	পোল্ট্রি ফার্মের ব্রয়লার বড় করে বিক্রির জন্য পালিত হলে	ফার্মের হাঁস-মুরগির ক্রয় মূল্য	
৯.ঙ	ব্যবসার জন্য পালিত গরু/ মহিষ/ ছাগল/ ভেড়া/ ঘোড়া/ উট দুম্বা থাকলে	সব পশুর ক্রয় মূল্য	
৯.চ	ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চাষকৃত মাছ	ক্রয় মূল্য	

১০	চন্দ্র বৎসরের অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে	অগ্রিম যাকাতের পরিমাণ	
১১	প্রদানকৃত ঋণের অর্থ বা ধার দেয়া টাকা	প্রদানকৃত ঋণ বা ধার দেয়া টাকা ফেরত পাওয়া সুনিশ্চিত হলে তার মোট পরিমাণ	
		মোট পবিত্র যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদের মূল্য =	ককক

❖ মিল-কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রিজ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য লোন থাকলেও তার অন্যান্য সম্পদের পবিত্র যাকাত দিতে হবে। কেননা তার উক্ত লোনের বিপরীতে তার মিল-কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কাজেই উক্ত লোন পবিত্র যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

পবিত্র যাকাত বিষয়ক যে কোন প্রশ্নোত্তর পেতে ভিজিট করুন: www.ahkamuzzakat.com

(খ) পবিত্র যাকাত থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত সম্পদের বর্ণনা :

নং	পবিত্র যাকাত থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সম্পদের নাম	সম্পদের দেনার পরিমাণ	টাকা
১২.ক	সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যাংক বা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ	ঋণের বর্তমান দায়দেনার পরিমাণ	
১২.খ	বাকিতে বা কিস্তিতে পরিশোধের জন্য দেনা	পরিশোধিত কিস্তি কর্তনের পর বর্তমান দেনার পরিমাণ	
১২.গ	সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ধার/দেনা/করজে হাসানা	ধার-দেনার পরিমাণ	
১৩	স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহরানার দেনা, (যদি স্ত্রীর পাবার তাগাদা থাকে)	দেনা/বকেয়ার পরিমাণ	
১৪	সরকার ও প্রতিষ্ঠানের পাওনা: জমির খাজনা, ওয়াসা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল, পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের ট্যাক্স, অধীনস্থের বেতন, ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজের বকেয়া বেতন (যদি থাকে) ইত্যাদি	নির্ধারিতে তারিখের মোট দেনা/বকেয়ার পরিমাণ	
		যাকাত থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোট দায় দেনা	= খখখ

(গ) পবিত্র উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত ঃ

	ফসল ও পশুর বর্ণনা	পবিত্র যাকাত নির্ধারণ	টাকা
১৫.ক	প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদকৃত ফল বা ফসল	প্রাপ্ত ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ ফসল বা তার মূল্য	

১৫.খ	আধুনিক উপায়ে চাষাবাদকৃত ফল বা ফসল	প্রাপ্ত ফসলের ২০ ভাগের ১ ভাগ ফসল বা তার মূল্য	
১৬.ক	সায়েমা (স্বেচ্ছায় মাঠে বিচরণকারী পশু) ৩০টি গরু/মহিষ হলে	১ বছর বয়সের ১টি, ৪০টি হলে ২ বছর বয়সের ১টি গরু/মহিষ বা তার সমমূল্য	
১৬.খ	সায়েমা (স্বেচ্ছায় মাঠে বিচরণকারী পশু) ৪০টি ভেড়া/ছাগল হলে	১ বছর বয়সের ১টি, ১২১টি হলে ২টি, ২০১টি হলে ৩টি, ৪০০টি হলে ৪টি এরপর প্রতি শতকে একটি ছাগল/ভেড়া বা তার সমমূল্য	
		উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত	= গগগ

পবিত্র যাকাত নিরূপণ ঃ

ক) নিরীক্ষিত যাকাত যোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ/মূল্য ঃ ককক

খ) যাকাত থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোট দায় দেনার পরিমাণ/মূল্য (বিয়োগ করুন) ঃ খখখ

মোট যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদের পরিমাণ/মূল্য (ককক - খখখ) টাকা ঃ ঘঘঘ

যদি ঘঘঘ এর সম্পদ/মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান বা তার বেশি হয় তবে শতকরা আড়াই (২.৫০%) ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

সম্পদের শতকরা আড়াই (২.৫০%) হারে মোট যাকাত ঃ হহহ

উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত = (যদি থাকে যোগ করুন) ঃ গগগ

হিসাবকৃত চন্দ্র বৎসরের মোট যাকাতের পরিমাণ টাকা :.....

পবিত্র যাকাত, পবিত্র ফিতরা, পবিত্র উশর, পবিত্র মান্নত, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া ও তার মূল্য, দান ইত্যাদি প্রদানের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে- মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা
MUHAMMADIA JAMIA SHAREEF MADRASA & YATIMKHANA
(বালক-বালিকা)
৫ নং আউটার সার্কুলার রোড রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ

মুহতারাম,

মহান আল্লাহ পাক উনার অসীম রহমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্র **মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা**। যার মহান প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন মহান আল্লাহ পাক উনার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলী, আওলাদে রসূল, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, গাউছুল আ'যম, মুজাদ্দিদ আ'যম,

হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ উনার হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম।

'মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ' উনার অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে এই যে, একমাত্র অত্র প্রতিষ্ঠানেই ইলমে ফিক্বাহ উনার পাশাপাশি ইলমে তাছাউফ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-মহিলা উনাদের জন্য ফরয। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দার সাথে বালক ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বালক শাখা উনার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও আমিলগণ উনারা প্রত্যেকেই পুরুষ এবং বালিকা শাখা উনার শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও আমিলগণ উনারা প্রত্যেকেই মহিলা।

এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পবিত্র দ্বীন ইসলাম উনার নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড যেমন, **মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমাবাজী, হরতাল, লংমার্চ, ইসলাম হেফাযতের নামে কুরআন শরীফ পোড়ানো, জান-মালের ক্ষতিসাধন, কুশপুত্তলিকা দাহ ইত্যাদি হারাম ও কুফরীমূলক কাজের সাথে এবং এ ধরনের** কোন প্রকার অবাঞ্ছিত সংগঠন বা দলের সাথে **সম্পৃক্ত নয়। বরং এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন আমল এবং মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সব কিছুই সুন্নত মুবারক দ্বারা অলঙ্কৃত।**

সর্বোপরি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত উনার আক্বীদা ভিত্তিক** পবিত্র কুরআন শরীফ, পবিত্র হাদীছ শরীফ, পবিত্র ইজমা শরীফ এবং পবিত্র ক্বিয়াস শরীফ উনাদের আলোকে ইলম শিক্ষা দেয়া হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব জীবনে সুন্নতে নববী উনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা তথা সঠিক পবিত্র দ্বীন ইসলাম উনাকে কায়িমের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সন্তুষ্টি বা রেযামন্দী মুবারক হাছিল করা।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের বিত্তবানদের পাশাপাশি **'গরিব এবং ইয়াতীমদের'** শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে **'ইয়াতীমখানা এবং লিল্লাহ বোডিং'**। সুতরাং আপনার পবিত্র যাকাত, পবিত্র উশর, পবিত্র ফিৎরা, পবিত্র কাফফারা, পবিত্র মান্নত, পবিত্র দান, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া বা তার মূল্য অত্র প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ বোডিংয়ে দান করাই হবে অধিক ফযীলতের কারণ।

বিশ্ববিখ্যাত আউলিয়ায়ে কিরাম উনাদের অভিমত হচ্ছে- মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ উনার এবং মহান আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে যেসব খাতে পবিত্র যাকাত, পবিত্র উশর, পবিত্র ফিৎরা, পবিত্র কাফফারা, পবিত্র মান্নত, পবিত্র দান, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে তাগিদ

দিয়েছেন তার মধ্যে যারা ইয়াতীম ও গরিব ত্বলিবে ইলম অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শিক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদেরকে প্রদান করাই লক্ষ-কোটি গুণ বেশি ছওয়াব এবং মহান আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সন্তুষ্টি বা রেযামন্দী মুবারক হাছিলের সর্বোত্তম উসীলা। কাজেই, আপনার যে কোনো আর্থিক সহযোগিতা, পবিত্র যাকাত, পবিত্র উশর, পবিত্র ফিৎরা, পবিত্র কাফ্ফারা, পবিত্র মান্নত, পবিত্র দান, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া বা তার মূল্য অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রদান করে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের খাছ সন্তুষ্টি মুবারক হাছিল করুন।

উল্লেখ্য যে, আপনি ইচ্ছা করলে সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে অথবা অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্টে (মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, চলতি হিসাব নং ১০০৮৫১৪৭১১০০১ আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড অথবা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চলতি হিসাব নং-২০০০০০৭৫৬৯ মালিবাগ, ঢাকা শাখায়ও) জমা দিতে পারেন।

পবিত্র যাকাত প্রদানের ব্যাপারে যোগাযোগ করুন- **ফোন (পিএবিএক্স) : ৯৩৩৮৭৮৭, ৮৩৩৩৬৩৪, ৮৩৩২৭৮৪, ৮৩৩৩১৩৫** **মোবাইল : ০১৭২০০১৪৬৮৬, ০১৭১১২৬৪৬৯৪, ০১৭১২৬৪৮৪৫৩, ০১৭১১২৩৮৪৪৭, ০১৭১১১৭৮৬৬১, ০১৭১২০০৪২৯৩, ০১৭১১২৭২৭৮২, ০১৭১১০৭৬৩৪৬, ০১৭৪৬১২১২৯৩, ০১৭১৩০০১১৮৩** **email : dailyalihsan@gmail.com**	কর্তৃপক্ষ মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ

এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

*** আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহওয়ালী হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ :** ইলমে ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাউফ শিক্ষাদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সন্তুষ্টি মুবারক হাছিল তথা খালিছ আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহওয়ালী হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

*** শরয়ী পর্দা পালন :** এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দার সাথে বালক ও বালিকাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বালক শাখার সকল শিক্ষক,

কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যেকেই পুরুষ এবং বালিকা শাখার সকল শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যেকেই মহিলা।

*** অবাঞ্ছিত সংগঠন বা দলের সাথে সম্পৃক্ত নয় :** এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা-পবিত্র দ্বীন ইসলাম উনার নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড যেমন- মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমাবাজি, হরতাল, লংমার্চ, কুশপুত্তলিকা দাহ ইত্যাদি হারাম ও কুফরীমূলক কাজের সাথে এবং এ ধরনের কোন প্রকার অবাঞ্ছিত সংগঠন বা দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

*** সুন্নতের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত :** এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সব কিছুই সুন্নতের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

*** তাহাজ্জুদ নামায ও যিকির-ফিকির বাধ্যতামূলক :** উঠা-বসা, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়াসহ প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাক্বীক্বীভাবে সুন্নত উনার আমলসহ তাহাজ্জুদ নামায ও যিকির-ফিকির বাধ্যতামূলক।

*** আদব-কায়দা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ।**

*** ক্বিরায়াত শরীফ, হামদ শরীফ, না'ত শরীফ, কাছীদা শরীফ, জরুরী মাসয়ালা-মাসায়িল ও ইসলামী সাহিত্য অনুশীলনের সুব্যবস্থা।**

*** পাঁচটি ভাষা ভিত্তিক লেখা পড়া :** আরবী, বাংলা, উর্দূ, ফারসী ও ইংরেজি এ পাঁচটি ভাষার উপর বিশেষভাবে জোরদার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্বারোপ। বিশেষ করে আরবী, উর্দূ, ফারসী ও Spoken English-এ দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের তত্ত্বাবধান।

*** নিজস্ব ভবনে শিক্ষা-দীক্ষা।**

* রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অধিকতর নিরাপত্তায় ও মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। সীমিত আসনে প্রতিটি ক্লাসে পাঠদান।

*** বোর্ড পরীক্ষা :** নিজস্ব সিলেবাসের অধীনে বোর্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা।

* বর্তমানে শিশু শ্রেণী হতে উচ্চতর শ্রেণী মুকাম্মিল/কামিল) পর্যন্ত ক্লাস চলছে।

*** রুটিন মাফিক তত্ত্বাবধান :** সুযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের রুটিন মাফিক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা প্রদান।

* হাফিয, মেধাবী ও গরীব ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিবেচনাধীন।

* সুদক্ষ হাফিয ছাহেবগণের তত্ত্বাবধানে হিফযখানা পরিচালিত।

*** বালিকা মাদরাসা :** সম্পূর্ণ যোগ্যতমা মহিলা শিক্ষিকাগণের দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রীদের সম্মানিত শরীয়তসম্মত (খাছ) পর্দা রক্ষা করা হয়।

*** স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবার :** আবাসিক শিক্ষার্থীদের রুটিন মাফিক উন্নত মানের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবারের ব্যবস্থা।

*** মেডিকেল চেকআপ :** বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল চেকআপ করা হয়।

*** শিক্ষা সফর ও ভ্রমণ :** শরীয়ত ও সুন্নতী কায়দায় শিক্ষা সফর ও ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে।* আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ভিত্তিক পরিচালিত : অত্র প্রতিষ্ঠানখানা যামানার ইমাম ও মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদে আ'যম, গাউছুল আ'যম, আওলাদে রসূল, মহান আল্লাহ পাক উনার খালিছ ওলী রাজারবাগ শরীফ উনার মামদূহ হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম উনার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও ফয়েজ-তাওয়াজ্জুহ মুবারক তথা মুবারক নেক দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত। তাই শুধু কিতাবী ইলম হাছিলই নয় বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ভিত্তিক ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দেয়া হয়।

*** আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহওয়ালী হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ :** ইলমে ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাউফ শিক্ষাদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক উনার ও উনার রসূল সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সন্তুষ্টি মুবারক হাছিল তথা খালিছ আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহওয়ালী হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।